ব্যক্তিগত কথোপকথন

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

অনুষ্কা পাবলিশিং হাউস
কলকাতা - ৭০০০৪০

BYAKTIGATA KATHOPAKATHAN

A collection of Bengali poems

by **Rabi Gangopadhyay**

প্রথম প্রকাশ
মে, ২০১১

গ্রন্থস্বত্ব
রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক
সর্বাণী গঙ্গোপাধ্যায়
বি ৩/৩ রিজেন্ট সোনারপুর
কলকাতা - ৭০০১০৩

পরিবেশক
অনুষ্কা পাবলিশিং হাউস
২/৫৮, আজাদগড়, পোস্ট - রিজেন্ট পার্ক
কলকাতা - ৭০০০৪০

মুদ্রক
অমিত ব্যানার্জী
টালিগঞ্জ, কলকাতা

যোগাযোগ : ০৯৪৩৪৫২১৩৪৯
Website : http://www.rabigangopadhyay.com

মূল্য
একশ টাকা

উৎসর্গ

মহুয়া

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—

- ভালবাসায় অভিমানে
- বৃষ্টির মেঘ
- কোজাগর
- পুণ্যশ্লোকঅন্ধকারে
- কয়েক টুকরো
- মুখর প্রচ্ছদ
- জলের মর্মর
- জল থেকে জলে
- লঘু মুহূর্ত
- আগুন ও জলের পিপাসা
- জল থেকে জলে
- ধূসর সংহিতা
- কোঠার ভিতর চোরকুঠুরি
- যেখানে উৎকীর্ণ ছিল
- ঘোড়া ও পিতল মূর্তি
- কবিতার কাছাকাছি একা
- আরশি টাওয়ার
- মা
- উৎফুল্ল গোধূলি
- প্রাচীন পদাবলী
- গেরুয়া তিমির
- ধুলো থেকে বালি থেকে
- স্মৃতি বিস্মৃতি
- ছিন্ন মেঘ ও দেবদারুপাতা
- অন্তিম সামঞ্জস্য
- রুদ্রাক্ষে বিধৃত
- যে যায়, যে থাকে
- মাটির কুলুঙ্গি থেকে
- ছিন্নমেঘ ও দেবদারু পাতা
- হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর

আজ

আজ ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে খুব
খুব ক্লান্ত আর অবসন্ন আজ
সমস্ত দরজা বন্ধ
সমস্ত জানালা বন্ধ
সমস্ত পথের প্রান্ত নেমে গেছে পাতালে
শুধু উড়ে বেড়াচ্ছে ধুলো বালি
পুড়ে বেড়াচ্ছে এলোমেলো হাওয়া
মায়ের মুখের বলিরেখার মতো মাঠ
বাবার চোখের শূন্যতার মতো আকাশ
বোনের শুকনো বুকের মতো চাঁদ
ফেরার ভাইয়ের মতো শঙ্কাকুল রাত্রি

আজ ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে আর
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে ঃ
ভোর হয়ে গেছে
নরম আলোর আভায় মিশে যাচ্ছে গান
স্নান করে সেজেছে নদীরা
শুশ্রূষার সুগন্ধী বাতাস বইছে
কোথাও কোনো অস্থিরতা নেই
ক্ষয় ও ক্ষতচিহ্ন নেই
আনন্দ-গানের রেশ আচ্ছন্ন করছে চরাচর

দাঁড়িয়ে থাকি

আমি যেখানে যাই আসলে সেখানে আমি যেতে চাই না
আমি যা বলি তার একটাও আমার মনের কথা নয়
আমি দেখতে না চাইলেও ফুটে ওঠে এই সব দৃশ্যপট
অথচ কীসের জন্যে যে হাহাকার হয়ে শূন্য হয়ে যায় বুক
চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে জল দুঃখ হয়ে ঝরে যেতে থাকে
আমি ঘুরে বেড়াই আমি উড়ে বেড়াই আমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি।

পুরনো ডায়রি

তোমাকে ছেড়ে চলে গেল যে বছর
হে শূন্যতা, আমি তা পূর্ণ করার জন্য রইলাম।
আমার এমনিই হয়
দেরি হয়ে যায়
পুরনো ডায়রির পাতা, আমি তোমাকে ফেলে যাব না
সবাই যাক
তোমার শাদা পথে আমি ছড়িয়ে দেব
অনন্তের বীজ
আনন্দের ফুল
আমার জেগে ওঠার ভার।
আমার সময় অপেক্ষা করে থাকবে
সেই সত্য মুহূর্তটির জন্য
আমার জন্ম অপেক্ষা করে থাকবে
সেই সত্য মুহূর্তটির জন্য
আমার মৃত্যু অপেক্ষা করে থাকবে
সেই সত্য মুহূর্তটির জন্যে
যখন
কেউ আর উপেক্ষিত নয়
কোথাও ফেলে চলে যাওয়া নয়
শুধু এক আনন্দ-পারাবার।

তোমার কথা

আঠাশ দিন কবিতা লিখিনি
আমার কি কোনো কষ্ট হয়েছিল?
আমি বুঝতে পারি না।
বোঝে নির্জন পথ-রেখা পাহাড়ের মৌন
মেঘপুঞ্জের ঈশ্বর।
আমার পরমায়ুর কয়েকটি পাতা ঝরে গেল।
কতো পাতাই তো ঝরে গেছে
আজ তাহলে দুঃখ কেন?
আজকাল প্রায়ই মৃত্যুর মুখ মনে পড়ে
আজকাল প্রায়ই জন্মের মুখ মনে পড়ে

তদ্দূরে তদন্তিকে

কাছে গেলে কষ্ট হয় খুব
দূরে গেলে কষ্ট হয় আর।
কোথায় দাঁড়াবো এইভাবে?
কোথায়? হে অন্ধ ভালবাসা?

আসলে এ-কষ্ট আনন্দের
আসলে এ-কষ্ট আনন্দের
তাই এত ধুলো ধোঁয়া ঝড়
চারপাশে বিষাক্ত পাতার
লতাগুল্ম জটিল সংসার।

কাছে আর দূরে—অনুভব
শান্তির নিবিড় কালোজলে
ভেসে যায় ভেসে ভেসে যায়।

আজকাল প্রায়ই জন্মের ওপারের আকাশ
অনন্ত নক্ষত্র নিয়ে নিচু হয়ে নেমে আসে।
তুমি আর আমাকে লিখতে বললে কেন
যদি লিখতেই হয়
সে তোমার কথা
যা আমি কিছুই জানি না।
কবে জানাবে।

লগ্ন

আমি আর ফেরাবো না, জানি শরীরের দোষ নেই
জ্যোৎস্নায় ছিল না বিষ, বাতাসে উদ্দাম মাতামাতি—
আমি লক্ষ্য করেছি, ও মনে ছিল, অন্ধগুহাঝড়
চাপা রাগ তীক্ষ্ণ ফণা পিপাসার বাঁকানো কামড়

শরীরের গূঢ় লোকে বিষে-নীল পিপাসার তলে
দেখা হয়েছিল; আমি পাগলের মতো ব্যগ্র হাত
বাড়িয়ে দিয়েছি যত তত ওষ্ঠে চুম্বনের ছলে
আকাশ দু-টুকরো করে জ্বলে গেছে বিদ্যুৎ-সম্পাত

আমি আর ফেরাবো না। খুলে রেখে এসেছি শরীর
ধ্যানপুঞ্জ থেকে ঠিকরে গলে যায় শ্বেতপদ্ম-রক্তপদ্ম-জল
মধুর রক্তিম শিখা শীৎকারে দোলায় মায়াতরী
অস্তিত্ব মোচড়ানো ঢেউ আজ মানবে না কোনো ছল

অশ্রু

হে উদ্‌গত অশ্রু, আরও স্থির হও
হে প্রপন্নার্তি, দেখো আকাশলোক থেকে
ঝরে পড়ছে আনন্দধারা
হে যন্ত্রণা, হে রক্তলিপ্ত হাহাকার
মিথ্যে নিষ্করুণ করো না আমার পথ
হে বিষাদ, আমাকে ছাড়ো
ঢের দেরি হয়ে গেছে আমার
হে জীবন, দেখ মৃত্যু আমাকে উত্তীর্ণ করেছে
তোমরা আর ভয় দেখিও না।

বহুদিন

বহুদিন আমার ঘুম আসে না
তুমি কেড়ে নিয়েছো
এভাবে জাগিয়ে রেখে কী লাভ
আমার চারপাশে বার বার ঝরে যায় শীত
ঝরে যায় গ্রীষ্ম
শুকিয়ে যায় জীবন
আমি চেয়ে দেখি
জন্ম আর মৃত্যু গলাগলি করে চলে যায়
আকাশ আর মৃত্তিকা
নিবিড় বেদনায় গলে যায়
এক অনিবার্য স্রোত আর তার তরঙ্গমালায়
তোমার মুখ
তোমার চোখের তারার আভা
আমার শরীর নষ্ট হতে হতেও আমি
জেগে তাকিয়ে দেখি

ভয়

আমার বড় ভয়, পাছে ভেঙে যায় এই ধ্যান
তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি আজকাল
তাই লিখতে পারছি না দুঃখ
লিখতে পারছি না হাহাকার
লিখতে পারছি না শান্তি।
আমার কপাল মন্দ, সুখ সয় না, তাই
এত অন্যমনস্ক, পাছে কোলাহলে সব ভেঙে যায়
ঝরে যায় এক বিন্দু আনন্দ-সমুদ্র
মিলিয়ে যায় তোমার সুগন্ধ-স্রোত
পাছে নিভে যায় দপ করে আমার জাগর প্রদীপ
আমার ভয় করে আর পালিয়ে বেড়াই
তোমার নিবিড় নীলিমায় ডুবে যাই
ওদের কোলাহল থেকে অনেক দূরে

অন্তিম

আমাকে মার্জনা করো ভাই।

পুড়ে ছাই কৈশোরের নীল
ছিন্নভিন্ন যৌবনের গান
নিরুপায় সম্মুখে আমার
তুমি অনিঃশেষ চলে গেলে।

আমাকে মার্জনা করো বোন।
তোমার অন্তিম আর্তনাদ
আমি সারারাত সারাদিন
বহন করেছি পথে পথে।

আমারও তো জীর্ণ দুটি বাহু
শীর্ণ কটি বুকের পাঁজর
ক্ষতচিহ্ন লাঞ্ছিত জীবন
তাই এই দেখা আর শোনা

আর এই মাটিতে মাটিতে
ধ্বংসবীজ ধ্বংসবীজ বোনা।

এই ভালো

এই ভালো। এই রোদ্দুরে এই হাওয়ায়
এই মেঘে বৃষ্টিতে মৃত্তিকায় ধুলোয়
এই ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দুঃখে হাহাকারে
এই সামান্য আনন্দে ভয়ে বিহ্বলতায়
তুমি আছো তুমি আছো শুধু তুমি আছো।
এই ভালো। আমি আর বলবো না
তুমি কেন এলে না তুমি কেন ফিরে গেলে।
লিখবো না, তোমার এবং আমার পথের
দুপ্রান্তে জড়িয়ে ধরে আছে এক রোরুদ্যমান বিরহ।
এক ফোঁটাও চোখের জলের চিহ্ন থাকবে না আর
আমার অঞ্জলিবদ্ধ ফুলের পাপড়িতে।
এই ভালো। তুমি শূন্যতার মধ্যে গাঢ় নীল হয়ে রইলে।

ভালবাসা

গাঢ় গভীর নীলে ভরে গেছে সমস্ত আকাশ
কোথাও শূন্যতা নেই কোথাও কোলাহল নেই
নিবিড় শান্তিতে পূর্ণ হয়ে গেছে আমার অন্তর
কে এলো না কে এসেছিল কে ফিরে গিয়েছে?
কোথায় যাবার কথা ছিল কোথায় ফেরার কথা?
আমার আরম্ভ আমার শেষ আমার আনন্দ আমার যন্ত্রণা
ভালবাসায় ভরে গিয়েছে আজ,—আমার ব্যর্থতায়
ফুল ফুটেছে সহস্রদল আমার ভালবাসা।

পাতা ঝরে

এই নিস্পৃহতা তুমি পছন্দ করো না
আমি জানি, কিন্তু নিরুপায়—
তোমার এ মায়াজাল যে রক্ততন্তুতে আছে বোনা
তা আমার শরীরের। শীতে
পাতা ঝরে যায়।

মনখারাপ নেই

আর মন খারাপ নেই, দেখ, কেমন সহজে
আনন্দ করছি আমি।
স্কুলে যাচ্ছি বাসে
বন্ধুর সঙ্গে মস্করা করছি বাজার করছি
কাক পেঁচা শেয়ালের সঙ্গে দুদণ্ড বসছি
কবিতা লিখছি না
পথে হাঁটছি নির্ভয়
পুরনো স্মৃতি দুঃখের টুকরো ভাঙা স্বপ্ন
সিঁড়ির বাঁকে আলমারিতে বিবর্ণ
শুকিয়ে গিয়েছে অনেকদিনের
অকারণ চোখের জলের ফোঁটা
শেষ পর্যন্ত আনন্দ-ধূপ করেছি নিজেকে
আর আমার মন খারাপ নেই, দেখ।

কৃতঘ্ন

আমিই বলেছি ডেকে, ভালবাসো
বুক থেকে তুলে দাও হাতে
যা কিছু রেখেছো ভালো সুগন্ধ মমতা
বলেছি, সর্বস্ব দাও তাকে।

তবে কেন এই জল চোখের শিরায় ফেটে যায়
কেন অভিমান ঝরে
কেন ম্লান ঘুরে ফিরি একা
কেন আজ প্রার্থনায় স্পন্দমান সে আসে না
পড়ে থাকে পথ!

আমিই এনেছি ডেকে, সারারাত রক্তদীপ জ্বেলে
জেগেছি, ঢেকেছি কষ্টে তার শীত জ্বর তৃষ্ণা দাহ
ভেসেছি ঘূর্ণীতে জলে পেশীতে দাঁড়ের নুনে এত

তবুও আমাকে ছিঁড়ে খেয়ে নিল
তার শুভ্র সাত্ত্বিক পিপাসা!

কালী

আগলে পথ দাঁড়িয়ে আছো, আভূমি ওই চুলে
আকাশ মাটি ঢেকেছো আর আমার এই দেহ
জটিল বট কাঁটালতা আগুনখাকী মাঠ
তোমার ঢল গড়ায় লাল মেঘের কষ বেয়ে
রাত্রি ধায় ঘূর্ণীপাকে মৃত্যু ধায় ভরে
দুচোখে কালি নিবিড় কালী আমার পথ জুড়ে।

বুঝি না মানে লুব্ধ চোখ দেখেছি সেই রাতে
বুকের তলে পিষ্ট শিব বিপুল বেগ রাত
আমার ভয় আমার জ্বর ছড়ায় চরাচরে
আগুন ওঠে ফাটিয়ে এই পিঠের শিরদাঁড়া
মাথায় নেই কিছুই নীল আকাশ সহস্রারে—
পাগল হায় পাগল রাগী পাগল একা একা।

ছাড়ো না পথ পাগল ঠায় দশ বছর বসে
মাথায় নীল ছড়ায় তার আকাশ যায় ফেটে
প্রারব্ধের অন্ধকার ক্ষিতি মরুৎ বোম
তোমার চুল তোমার ত্বক মুণ্ডমালা দেহ
আড়াল করে আমার সব নিরাশ্রয় করে
ঈশ্বরকে শোয়ায় রোজ আমার শয্যায়

আমিও, শোনো, কোনো ভয়েই এ পথ ছাড়বো না।

বিষ

আমি রোজ রাত্রি থেকে ছিঁড়ে আনি তাকে
যে আমার মৃত্যু চায় যে আমার মৃত্যুর ওপর
একটি কবিতা লিখে সাজায় বিষণ্ণ এপিটাফ
লোকে ভালবাসবে বলে সে এমন করুণ সুন্দর
আমি তাকে ছিঁড়ে আনি, রাত্রির বোঁটায়
শাদা দুধ ঝরে পড়ে সারা রাত; ওর
শরীরে আমার বিষ মৃত্যুবীজ কাঁপায় আকাশ।

সর্বস্বান্ত

আসলে আমি এক সর্বস্বান্ত মানুষ
তাই তোমাদের জন্যে
ক'টি মিথ্যুক পংক্তি রেখে যাছি।
আর
তোমাদের বিশ্বাসের নীলে
বপন করে যাচ্ছি
ক'টি সংশয়ের রক্তবীজ।
তার মানে
তোমাদেরও যেন আমার মতো ছিঁড়ে ফেলতে হয়
জন্ম-মৃত্যু তন্তুজাল
ছিঁড়তে হয়
ভালবাসাও।

রাত্রিসূক্ত

কেউ কিছু জানবে না, শুধু জ্যোৎস্না ফিনকি দিয়ে উঠে
ছড়াবে সমস্ত গাছে, পাতার গা বেয়ে পড়বে জল
ডানা ঝাপটে উড়ে যাবে পাখিটি নিঃসঙ্গ চাঁপা ডালে
দ্রুত অপসৃয়মান মেঘের মৃন্ময় মুখ গলে
ঝরে পড়বে মৃত্তিকায়, পিপাসার ব্যাকুল বিনুনী
কাউকে চাবুকে তীব্র আর্ত করে শেখাবে নতুন রীতি জয়।

কেউ কিছু জানবে না, ওঁ হ্রীঃ ঋতং
গমকে গমকে সব ছেয়ে দেবে মৃদঙ্গের বোল
কাঁকন কামড়ানো হাতে শব্দ হতে দেবে না কিছুতে
সমস্ত অশুরুটুকু ঢেলে ফেললে কিছু
দেখাবে না অমসৃণ রাত্রির বিছানা।

কেউ কিছু জানবে না। জানবে না কি? তাহলে একজন
শুধুই উন্মাদ হবে? ব্যর্থ হবে বিশ্বাপ্রবণ জন্ম? আর
শিষ্যেরা লীলায় মত্ত তাকাবে না
ধর্ম হারিয়েছে তার কতখানি ধারণক্ষমতা।

একটা জীবন

দিন পালাচ্ছে দিনের ভিতর ধারাবাহিক
রাত পালাচ্ছে রাতের ভিতর ধারাবাহিক
তার ভেতরে উড়াচ্ছ সব মাটির পাখি
ঘাসের বনে কাগজে বাঘ খড়ের মানুষ
জলের পরী বসাচ্ছ ওই জাতভিখিরীর
কুটির চূড়ায়, মস্ত হাঁ মুখ সিংদরোজায়
রাখছ টিনের তোবড়ানো এক ভিক্ষাপাত্র
দিচ্ছ, যে যায়, চায় না কিছুই, অপর্যাপ্ত
শূন্য থাকছে অনন্তকাল ওই করতল
হাসছ, যখন শোকের ভিতর ছিন্নভিন্ন
কাঁদছ কারোর চকচকে সুখ উপচে পড়লে
দেখাচ্ছ সহস্র দৃশ্য অচৈতন্যে
যে ঠায় বসে দেখার জন্যে তার চোখে রোজ
নিজের হাতে শূন্য আকাশ কেবল মুছছো
খেয়ালমতো ভরছো সন্ন্যাসীর ঝুলি
সোনার কাঁকন কাজল সিঁদুর ও কুঙ্কুমে
কৌপীনে সাজাচ্ছ আবার দুরাচারী
উট পরাচ্ছ সূচের ভেতর কী অক্লেশে
তোমার অসুখ আবার কেমন দুশ্চিকিৎস
দিন পালাচ্ছে দিনের ভিতর ধারাবাহিক
রাত পালাচ্ছে রাতের ভিতর ধারাবাহিক
মুগ্ধ মূঢ় পদ্যকারের একটা জীবন
হাঁ করে সব দেখতে দেখতে নষ্ট হল।

দরজা থেকে

দরজা থেকে ফিরে আসছি রোজ
দরজা থেকে ফিরে আসছি রোজ

সমস্ত শরীরে অপমান
সমস্ত আকাশে অপমান

ধর্মের জটিল জলস্রোত
বুক থেক গলায়, চিবুকে।

ছুটি

কে জানে কখন হলো ছুটি।
বাড়ি ফিরে গিয়েছে সবাই
ছোট মেয়ে একটি কি দুটি
খেলা ফেলে করে যাই যাই

তারপর সব সুনসান
চুপচাপ বুড়ো মেহগনী
ঘোড়ানিম সেগুন বাদাম
সেইখানে শুধু একজনই

বসে থাকে গাছে ঠেস দিয়ে
চোখে চাপা কৌতুক হাসি
এখুনি তো আলোছায়া নিয়ে
শুরু হবে মজা রাশি রাশি।

এক্ষুনি হাওয়া এলোমেলো
এনে দেবে কাঠবেড়ালিকে
যত খুশি লুকোচুরি খেলো
খোঁজো বউকথাকওটিকে

গান গাও পাতাদের সুরে
ছোটো মেঘেদের পিছু পিছু
ঘাস বনে বনে ঘুরে ঘুরে।

অভিমান

যেন এই পৃথিবীর আমি নই কেউ
তাই নদী চলে যায় তুলে তার ঢেউ
তাই পাখি উড়ে যায় ভীরু ডানা মেলে
শিউলি বকুল ঝরে চোখে জল ফেলে
নিচু হয়ে নেমে আসা আকাশ কোথাও
আমাকে দেয় না ধরা উধাও উধাও
বলে মনে কানাকানি তবু কোনোদিন
বলে না আমাকে কিছু কতো রাত দিন
দেখেও দেখে না যেন বুড়ো মেহগনী
রাকা কেন একা একা এসেছে এখনি
কোনোদিন শুধালো না বিকেলের আলো
রাকা, তুমি আসোনি যে এতদিন, ভালো?

চুপচাপ শুয়ে থাকে প্রতিদিন ভোর
আমি জেগে গেছি ভালো লাগে নাকি ওর?
যখনই তাকাই দেখি পেনসিলে আঁকা
শুশুনিয়া পাহাড়ের বোবা ছবি সাঁটা
চূড়ায় উঠেছি তবু আমি গিয়ে নিজে
পাথরে জলের ভাষা গেছে সব ভিজে
এইভাবে মুছে গেছে তারাটির টিপ
বাতাসে নিভেছে গাছে জোনাকির দীপ

এইভাবে অভিমান বেড়ে ওঠে ভুলে
যেন কেউ নই তাই আর চোখ তুলে
দেখি না রেখেছো হাত আমার মাথায়
মা তুমি, শ্রাবণে ঝরে অঝোর ধারায়
দেখি না এসেছো ঘুমে স্বপ্নে তুমি উঠে
অভিমান মুছে দিতে দুটি করপুটে।

নাম

রয়েছে তোমার নাম আঁকা
আমার স্নায়ুতে রক্তে আর
কিছু নেই, হে মুগ্ধ সংসার
হে জীবন রক্ত ক্লেদ মাখা।
ধর্ম যায় অধর্মও যায়
পৃথিবীর নিরঞ্জন জলে
পৌরাণিক প্রাচীন বল্কলে
ঢাকে স্মৃতি সত্তা সেও ছায়।
থাকে নাম থাকে শুধু নাম।

শ্লোক

যে তোমাকে দেখেনি
আমি তার জন্যে রচনা করব
শ্লোক।
যে তোমাকে ডাকেনি
আমি তার জন্যে অপেক্ষা করব
মৃত্যু
যে তোমাকে ভালবাসেনি
আমি তার জন্যে ছড়িয়ে দেব
অশ্রুপাত
যে তোমাকে ছাড়া একা একা
প্রেতের মতো হেঁটে যায়
তার জন্যে আমার
ছন্দ এবং ছন্দভাঙার
বেদনা।

তুমি

দিনে দিনে এই ভার পাহাড়, ঠাকুর।
আমি কি গিরিশ ঘোষ? আমার বিশ্বাস
এবেলা ওবেলা টলে ঝরে যায় টুকরো হয়ে যায়।
প্রাক্তন প্রারব্ধ কৃপা স্বাধ্যায় তপস্যা অহৈতুকী—
তোমার অজস্র শব্দ আমার দুর্বোধ্য লাগে, আমি
এরপর সীমারেখা ডিঙিয়ে হয়তো চলে যাব
কোথা যাব? কার কাছে? বুকের সমস্ত তার ছিঁড়ে
অনন্ত জন্মের সূক্ষ্ম তন্তুজাল ছিঁড়ে?
কে আছে আমার জন্যে দীর্ঘপথ প্রতীক্ষায়? তুমি!

নিরঞ্জন

কে কবি আর কে অকবি ঠিক চিনে নেয় পথের মানুষ
ঠিক চিনে নেয় বকুল গাছের ঘন সবুজ গ্রামের দীঘি
ফুটন্ত লাল জবা রাতের জোনাক জ্বলা ঘনান্ধকার
একলা নদী তার ভাঙা পাড় তার রোরুদ্যমান অভিমান
ঠিক চেনে নিঃসঙ্গ পাখি শীর্ণ শিমুল নৌকো ভাঙা
কাতর মেঘের দুঃখ আতুর আকাশ ব্যথার ব্যাকুল বৃষ্টি
বুকের মধ্যে বাউল ও তার আঘাত ও তার মান অপমান
ছাপিয়ে দুহাত ব্যাকুল দুহাত আকুল দুহাত আকাশস্পর্শী।

লু

পিচের ওপর উড়ে যাচ্ছে লাল লাল পাতা
ধুলোর ঘূর্ণি ঝড়
প্রায় দুপুর অবধি শুধু ঘোরা
নতুনচটি থেকে মাচানতলা
কী ভীষণ রোদের তাপ
আজ শুধু চাল আছে শুধু চাল
আমরা অপেক্ষা করে আছি
অনন্যচিত্ত
পিচের ওপর উড়ে যায় রাশি রাশি লাল লাল পাতা

প্রারব্ধ

এই সেই গতিপথ, আমি ছেড়ে দিয়েছি নিজেকে।
তাই ডানা মুড়ে শান্ত অবেলার রোদে বসে আছি।
আর ফিরে আসব না, কিছুতে না হে মাটি, আকাশ,
আমি দুঃখ ছাড়া আর কারো মুখ দেখিনি কখনও
আমি দুঃখ ছাড়া আর কোনো কথা লিখিনি কখনো
জানে নিঃস্ব ভাঙা গ্রাম মরা নদী কয়েকটি মানুষ
জানে উত্তেজিত শব্দ অনিবার্য ধর্মভয় আয়ু।

এই সেই গতিপথ, আমি ছেড়ে দিয়েছি নিজেকে।
তাই এত কৃপা ঝরে রক্তেজলেমাংসের গরমে
তাই এত বধিরতা দৃষ্টিশক্তিহীনতা, সুন্দর
শীর্ণ আঙুলের হাড়ে ফসকে যায় আপেক্ষিক জয়
জেনেছি যেকোনো শর্তে সমর্পণ ছাড়া রক্ষা নেই।

অন্তিম

তুমি যাও।
এখন আর শীত নেই অনাহার নেই ক্রোধ।

তুমি যাও।
যা থাকে থাকুক, আমার বধিরতা আমার
অন্ধতা অসাড়তা।

তুমি যাও।
যেখানে গেছে আমার পূর্ণ-দুপুর-পূর্ণ-দুপুর-পূর্ণ-অপেক্ষা।

তুমি যাও।
যে এখনও সীমারেখা পেরোয়নি যে এখনো
বুকের মধ্যে দুহাতে ছিঁড়ছে
মাকড়সার জাল ঝুলে থাকা প্যারাসাইট।

তুমি যাও।
আমার ঘুম পাচ্ছে খুব।

সেই চৈত্রকে নিবেদিত

এখন পলাশ এখন চিতায় ফুলকি ওড়া আগুন
তবুও হিম নদীর শাদা বালু

আমার চোখের জল তবে কার তাপ শুষে নেয় এত
সব তারারা গড়িয়ে যাবে মাঠ কি এতই ঢালু!

আর সে অশথ সহস্র হাত আকাশে কার দ্রোহে
আমাকে দেয় কোল!

আমাকে? যার ধর্ম গেছে, অধর্ম তো করেই, ওরা ফেরে—
নদীর জলে ভাসিয়ে 'হরি বোল'।

শেষ পর্যন্ত

শেষ পর্যন্ত কেউ কাছে থাকলো না
শেষ পর্যন্ত কিছুই কাছে থাকলো না
একা তোমার অনিঃশেষ নীলে ডুবে আছি।
রাস্তায় হর্ন বাজিয়ে বাস যায় ট্রাক যায় রিক্সা
দরদামের কোলাহল ওঠে ঘরে বাইরে
খরায় জ্বলা মাঠ বানে ভাসা গ্রাম শস্যে শিহরিত হেমন্ত
পোকায় কাটা কুঁড়ি অঞ্জলিবদ্ধ তৃপ্তি
সব আমার প্রণাম সব তোমার তরঙ্গ।
শেষ পর্যন্ত আমি তোমার অন্তহীন অপেক্ষা।

স্বপ্ন

ছুটি হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ বসে থাকি।
ধাবমান ট্রাক ছেঁড়াপাতা ধুলো চায়ের কাপ।
খড়ের চাল ধোঁয়া উনুন নেড়ী কুকুর ভিখিরী।
বন্ধ-গেট স্কুলের গাছপালায় স্তব্ধতা।
পেছনে পাহাড় পাহাড়ের ছবি শুশুনিয়া।
চব্বিশ কিলোমিটারের ব্যবধানে নতুনচটি।
ছুটি হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ ঝাঁটিপাহাড়ী! হা জীবন!
প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটে অফসেটে ছাপা হবে!

সময়

কী করে সভায় গিয়ে বসো
কী করে দেখাও গিয়ে মুখ
তুমি কি লিখেছো অপমান
তুমি কি লিখেছো পরাজয়
বধির গ্রামের সজলতা
বেকার যুবার প্রেমিকার
অনিবার্য অমল অসুখ?
লিখেছো তোমার অপরাধ
ধিক্কার দিয়েছো নিজেকে কি
রাত্রির শ্মশানে একা জেগে
কোনোদিন খুলছো মুখোশ?

লজ্জায় লুকাও ওই মুখ
লজ্জাহীন মুখোশের তলে।
কাপুরুষ কামুক লম্পট
স্বার্থপর ভণ্ড ফেরেব্বাজ
নিখুঁত মুখোশে ঢাকো ঠোঁট
লালসিক্ত মাতালের চোখ
মাংসল চিবুক গলা ঘাড়
লুকাও হে দাঁতাল শূকর
মালায় চন্দনে গন্ধ জলে।

শুধু মাঝে মাঝে চেয়ে দেখো
চিতা থেকে ফুলকিগুলি ওড়ে
স্কাইলাইন ঢেকে আসে মেঘ
যেন শাদা হাড়ের পাহাড়ে
ঝলকে ঝলকে জাগে লাল।

সাংখ্য

ডেকে এনেছিল মসৃণ বাহুপাশ
বুকের খাঁজের দিশেহারা নীল ঢেউ
মায়াবী নাভির দ্রাক্ষা রেশমী ঘাস
শীৎকারে চাপা অনাহত হাওয়াতেও

চাবুকে চাবুকে উন্মাদ দিশোরা
ফেনায় ফেনায় কষ বেয়ে গলে জ্বর
উঠে নেমে বেঁকে পথ করে দিল সারা
আরোহী নিখুঁত একাগ্র নির্ভর

ক্ষতিপূরণের অনেক অনেক বেশী
দুহাতে ওষ্ঠে বক্ষে জানুতে শুষে
নিষ্ক্রিয় নীল পুরুষ, প্রকৃতিবেশী
ভূর্ভুবস্বঃ পান করে চুষে চুষে

কৃপা করে ওঠে মণিপুরে আজ্ঞায়
অহেতুকী কৃপা ভরেছে সহস্রার
আম দেখি সব ভেসে যায় জ্যোৎস্নায়
করপুটে কাঁপে দেবীমুখখানি তার।

অসম

আমার সঙ্গে লড়াই করো
হাজার হাতে অস্ত্র
মুণ্ডমালা আলোল জিভ
ন্যাংটো দেহ মস্ত।
আমার সঙ্গে, আমার,যার
কুব্জ হলো পৃষ্ঠ
লড়াই করো ছড়াও জাল
হায় রে অনাসৃষ্ট।

ভাসান

আমাকে ভাসালো জলে মুগ্ধ দুটি করপুটে তুলে
নিজেও উপুড় বুকে ভেসে গেল অবিশ্বাস ভুলে।
তারপর শুধু কান্না শুধু কান্না প্রপন্নার্তি ফেনা
অসাবধানে নেমে পড়ে চোখে লেখে ঃ আর ফেরাবে না?
মুখে লেখে ঃ ভীতু, দাও ঝাঁপ দাও ঝাঁপ
ধারণ করার মতো ধর্ম আছে? নরকে দেবার মতো পাপ?
ক্রমশ ক্ষরিত বিষ রাত্রির আকাশ থেকে নেমে
দুটি দেহ নিংড়ে নেয়, মাটির প্রতিমা যায় ঘেমে
গলে যায় দেবীমুখ বাহুমূল অসহিষ্ণু ত্বক
চাবুকে চাবুকে কাঁপে রাগী অশ্ব উদ্ধত ফলক
ঝলকে ঝলকে ওঠে কলসের অমৃত আমাকে
অমরত্ব দেবে বলে উদ্ধারকারিণী পাকে পাকে
জড়ায় আনন্দআত্মা ছড়ায় আনন্দঅগ্নিধারা
যমুনার তীরে তীরে দেবীদের অলক্ষ্য পাহারা।
আমি তো তখনও ভীতু, অমৃতের স্রোতে ঝাঁপ দিলে
বোকা মৃত্যু, ভয় কিরে! জন্ম খায় রক্তমুখে গিলে।

কবে

আর একটা দিন চলে গেল, মা,
সূর্য অস্ত গেল—
জাহ্নবীর তীরে বিহ্বল ঠাকুর কাঁদছেন।
আমার সহস্র সূর্য অস্ত যায়
পাথরের চোখ বাষ্পাকুল হয় না।
মা, আমার বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও—
গঙ্গার কিনারে ঠাকুর উচ্চারণ করছেন।
আমার এক ছটাক বুদ্ধি
তবু আকাশের দিকে মাথা তোলে।
তোমাকে সর্বস্ব জেনেও দূরে সরে যেতে থাকি।
অহৈতুকী কৃপায় নিরবচ্ছিন্ন অভিসিঞ্চিত হতে হতে
অভিমান করি, তুমি ভালবাসো না।
কবে সব বুঝতে পারব।
কবে!

ধ্যান

এখন সব স্তব্ধ হয়ে আছে
রাত্রি কী একাগ্র !
এখন অপেক্ষা করার সময়।
যেকোনো মুহূর্তে
দপ করে জ্বলে উঠতে পারে আলো
যেকোনো মুহূর্তে
ফেটে যেতে পারে আনন্দের আবরণ
যেকোনো সময়
আব্রহ্ম স্তম্ব
ছড়িয়ে যেতে পারে
আনন্দসত্তা।
এখন পাতা পড়লে
ঝন ঝন করে বেজে ওঠে চরাচর
জ্যোৎস্নায় গলে যায়
অনাহত ধ্বনি
তৃণ থেকে তারায়
অপার্থিব মৌন।
শুধু পাথরের বেদীতল থেকে
উঠে আসা বাষ্প
উদ্‌গত বাষ্প
কী শব্দহীন আচ্ছন্নতায়
সজল করে ওই মুখ।

স্বপ্ন

আজ বুলু স্বপ্ন দেখেছিল
তুমি এসেছো
আর চলে যাচ্ছো না তক্ষুনি
বাইরে রিক্সা দাঁড়িয়ে নেই
কেউ স্কুটার নিয়ে অপেক্ষা করছে না
সকাল থেকে দুপুর
দুপুর থেকে বিকেল
বিকেলে থেকে রাত
আমরা উৎকণ্ঠিত
তুমি বললে, দুদিন থাকব এখানে—

বুলুর স্বপ্ন
আমার আকাশ মুচড়ে বেজে ওঠে, সখা।

জটিল

এত তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে এই গাছ!
জটিল ডালপালায় বিষাক্ত পাতায়
অসহ্য লাল ফুলে
ভরে উঠেছে শরীর
কী অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ
মনে পড়ে, সখা, একদিন নিজে তুমি
বপন করেছিলে এই বীজ
আমাদের বিহ্বল করে উন্মাদ করে
নিজে বপন করেছিলে, মনে পড়ে, সেই বসন্ত?

একেক সময়

একেকসময় বিহ্বল হয়ে পড়ি।
মুহূর্তগুলি গলে যায়, আমি ধরে রাখতে পারি না।
শাদা শৈশবের স্মৃতি আকাশের মতো উদাসীন।
নীল কৈশোরের স্মৃতি রোদ্দুরের মতো নির্লিপ্ত।
রক্তিম যৌবন গৈরিক উত্তরীয় ছুপিয়ে নিয়েছে।
পাথরের সিঁড়ি পাথরের সিঁড়ি পাথরের সিঁড়ি
আমার পা ভারি হয়ে যায় মাথা টলে যায়
চারপাশে অনন্ত
চারপাশে তোমার হাসির ঢল।

বিষ্ণুপুর

কোনোখানে লেখা নেই সেদিনের ব্যাকুল বেদনা
রোদ্দুরে জ্যোৎস্নায় খায় রক্তইঁট জখম চাতাল
স্মৃতির আশ্লেষে ক্লান্ত সিঁথিপথ শোণিতাক্ত চূড়া
বিব্রত বাতাসে ভাসে পরাগসম্ভব গল্পগুলি

কোনোখানে লেখা নেই স্বেদসিক্ত রিক্ত দিন রাত
জীর্ণ কাগজের কুচি টেরাকোটা রক্ত গিরিখাত
খুরের ঘর্ষণে ওড়া আগুনের লাল ফুলকিময়
আদি মানবের বর্শা দুর্গ-প্রতিরোধ

কোনোখানে লেখা নেই, কোনোখানে কিছু লেখা নেই?

ফুলে ফুলে

যখন অন্ধকারে কিছু ঠাহর হয় না
মনে হয় আর আলোর মুখ দেখবো না কোনোদিন
ভারি হয়ে আসা নিঃশ্বাসে নামহীন কষ্ট
তখনই বুক ভরে যায় সুগন্ধে
কাছাকাছি কোথাও ফুল ফুটছে তোমার চরণচিহ্ন এঁকে।
যখন পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে বেলা যায়

গোধূলির রক্তমেঘে লেগে থাকে আমার হাহাকার
বুকফাটা মাঠের অনেক গভীরে চলে যেতে যেতে
সুগন্ধে ভরে ওঠে দুঃখী হৃদয়
কাছাকাছি কোথাও তুমি পা রেখেছো, সখা।

অনেকদিন আমার হারিয়ে গেছে
ভর্ৎসিত বিষণ্ণ বালকের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছি অশান্ত
তুমি এলে না তুমি এলে না তুমি আর এলে না
ফুটে উঠল না আমার বাগানের সেই জুঁই
গন্ধরাজ চাঁপা বেল রজনীগন্ধা বোগেনভিলা—
মধুমালতির ছায়ায় তোমার পাশে বসে থাকা স্মৃতি
অকারণ জলের ফোঁটায় গড়িয়ে যেতে থাকে।

নিচু মেঘ

দরজা খোলা জানলা খোলা এলোমেলো বাতাস
বুড়ো নিমের পাতা ঝরছে
মেঘ ঘিরে থাকা আকাশ
জ্ঞান গোঁসাই-এর গান 'মন বলে তুমি আছো ...'
আমি অনেকক্ষণ বসে আছি, সখা,
গতকাল এসে ফিরে গেছি, আজও কি তুমি ...
আজও কি তবে ...
আমি আর তিথি নক্ষত্র জানি না
অন্ধকারে ভরে গেছে ঘর
ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ল মেঝেতে
বাতাস আরও এলোমেলো
আরও নিচু মেঘলা আকাশ ...
আমি তবে যাই?

যেভাবে

যেভাবে দেখা পেতে চাই সেভাবে পাই না বলেই এই কষ্ট
সম্পূর্ণ নিজস্ব করে পেতে চাই বলেই এই কষ্ট
কেন আমার মনোমতো হলো না, কেন মনোমতো হলো না কিছুই?
শুধু এলোমেলো বাতাস শুধু কল্পনায় ভাঙাচোরা রেখা
শুধু একটি অসমাপ্ত গল্পের ভাঙা টুকরো আর তাতল সৈকত।

তোমাকে

আমি তোমাকে কতো কি যে বলতে চাই
বলতে গিয়ে নির্বাক বসে থাকি।
বুকের তলে প্রবহমান ব্যথার স্রোত
চোখের কোলে রোরুদ্যমান অশ্রুর ফোঁটা।
তুমি তাকিয়ে থাকো মৌন আকাশের ওপারে
আমি তাকিয়ে থাকি মুখর প্রচ্ছদের জটিলতায়।
তোমাকে আমার কিছুই বলা হয় না, সখা
তুমিও কিছু বলো না আমাকে।
আমাদের ঘিরে থাকে ধূসর পৃথিবী।

খুব ইচ্ছে

আমাদের খুব ইচ্ছে তোমাকে একান্ত করে পেতে
ওই ভিড়ে ওই কোলাহলে
তোমার সঙ্গে ব্যবধান ক্রমশ বড় হয়
এমন গান আছে যা ওখানে গাইবার নয়
এমন কথা আছে যা ওখানে বলবার নয়
এমন পিপাসা আছে যা ওখানে তৃপ্ত হবে না কোনোদিন
তাই তোমার জন্যে রচনা করি কথানা ইঁটের বাড়ি
সামান্য কার্পাস এবং পশম
অল্প সুস্বাদু আহার
আর বসে থাকি
দরজা জানলা হাট করে খোলা থাকে আমাদের।

কুয়াশায়

আমাদের অভিমান কুয়াশাময় ঢেকে দিয়েছে সারা সকাল
মেঘ ঘিরে থাকা আকাশ নেমে এসেছে নিচু হয়ে
একটিও পাখি ডাকেনি, মুখ লুকিয়ে আছে গন্ধব্যাকুল কুঁড়ি
গাছের পাতা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল
ঘুমিয়ে থাকার ভান করে আছে ঝাপসা বাড়ি দরজা বন্ধ করে
ধূপ পুড়ছে যেন এরকম একটা স্বপ্ন শেষ হচ্ছে
কোথায় যেন যাবার কথা ছিল কী যেন হবার কথা ছিল।
আমরা বলতে পারছি না, তোমার কুশলে কুশল মানি।

সে তো তুমিই

যদি বলো, আমি যাকে খুঁজছি সে তো তুমিই
তবু মন ভরে না, সখা।
যদি বলো, তোমারই জন্যে আমার হন্যে হয়ে ঘুরে মরা
আমার ভালো লাগে না যে।
যদি বলো, আমার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে তোমারই নামের আঘাত
আমার বিশ্বাস হয় না।
আমার বিশ্বাস হয় না, আমার দুঃখের দীর্ণতায় তুমি ঝরে পড়ো
আমার বালকের মতো বিষণ্ণতায় তুমি গড়িয়ে পড়ো অশ্রু হয়ে
আমার বিদীর্ণ দুপুরে তুমি না খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকো একা
আমার সর্বস্বান্ত রাতে তারায় তারায় তোমার দুঃখের প্রদীপ।
কতোবার তো কাঁধে হাত রেখে হেঁটে গেলে পথে পথে
কতোবার তো তোমার আমার ভালবাসার ওপর
ঝরে গেল শিউলি মালতি
গোধূলির রক্তমেঘে ছড়িয়ে গেল আনন্দআভা
কতোদিন শুয়ে রইলে আমার মলিন বিছানায়
লোনায় জীর্ণ অপরিসর ঘরে
আম তোমাকে ভালোভাবে খেতে দিতে পারিনি ...।
কবে তোমার ওপর বিশ্বাস করে
আমি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হবো, সখা
পূর্ণ হবো তোমাতে!

কৃপা

এই যে ঘুম ভেঙে জেগে উঠলাম এ তোমার কৃপা
এই যে আমার চোখের আলোয় ভরে উঠল আকাশ
নিঃশ্বাসে বইল গন্ধব্যাকুল বাতাস
এ তোমার কৃপা
এই যে বেলা হল বেলা গেল নিঃশব্দে
ভেঙে পড়ল না আকাশ বিদীর্ণ হল না মাটি
এ তোমার কৃপা
এই যে বেঁচে রইলাম আশাহত ব্যর্থ পরিত্যক্ত একা
এই যে অপমানে অভিমানে রোরুদ্যমানতায়
পূর্ণ হয়ে উঠল জীবন
এ তোমার কৃপা
আজ আর দুঃখ নেই, সখা
তোমার ছলনা আমাকে প্ররোচিত করতে পারল না।

তুমিই শিখিয়েছিলে

তুমিই শিখিয়েছিলে কষ্ট পেতে
তুমিই দেখিয়েছিলে গভীর গোপন স্তব্ধ নিবিড় বেদনা
তাই আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি পথে পথে
ধুলোতে বালিতে ব্যথায় বিদীর্ণ প্রহর ভেঙে
কোনো অশ্রুসিক্ত আনন্দ দেখতে পাই না।
তাই এই কলুষ কঠিন হাত
এই শুষ্ক মলিন চিত্ত
এই অন্তহীন ব্যাকুল অবসান।

এরকম হয় না

আচ্ছা, এরকম একদিন হয় না?
কেউ তোমাকে খুঁজে পাচ্ছে না কোথাও—
তুমি পালিয়ে এসেছো আমাদের কাছে
বলেছো, কেউ এলে বলিস, নেই।
সারাদিন বকবক করেছো রাকাদের সঙ্গে
সারাদিন ঘুরে বেরিয়েছো আমাদের সঙ্গে
বিকেলে পথে কিনে খাচ্ছি ফুচকা আলুকাবলি
সন্ধ্যায় হাত ধরে বাড়ি ফিরেছো ক্লান্ত
পাশাপাশি শুয়ে থেকেছো আমাদের শয্যায়
অনেক রাত অবধি গল্প করেছি আমরা এলোমেলো
এই লেখা শুনতে শুনতে অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে গেছ তুমি
একদিন শুধু আমাদের জন্যে এরকম হয় না, সখা?

তোমাকে পাই

এখনও তোমাকে বুঝতে পারলাম না বলেই ব্যাকুলতা
আজও তোমাকে একান্ত করে পেলাম না বলেই আকর্ষণ
তুমি আমার কোনো কাজে লাগলে না বলেই আনন্দ
আমার আয়ত্তাতীত বলেই এই শরণাগতি, সখা।
সমস্ত দৃশ্যস্পৃশের মধ্যে হে অনন্ত, তোমাতেই যে মুক্তি।

এই যে দুস্তর অভিমানের পাহাড় বুকে জমে ওঠে
তাই মনে হয়, তুমি ভালবাসো।
এই যে অপমানের কালিতে কলঙ্কিত হয়ে উঠি
তাই মনে হয়, তুমি ডাক দাও।
এই যে আমার তোমাকে না পাওয়ার হাহাকার
তাই তো হারাওনি তুমি।
এই যে আমার কিছুই হলো না বলে কান্না
এইখানেই তোমাকে পাই, সখা।

শাদা পথে

এই শাদা পথে তুমি হেঁটে গেছ অন্যমনস্ক
এই কানা নদী তুমি ডিঙিয়ে গেছ অন্যমনস্ক
এই কফি ক্ষেত তুমি পার হয়েছো অন্যমনস্ক
এই শরবন তোমাকে ঢেকে দিয়েছে অন্যমনস্ক
তোমার সকাল কখন গড়িয়ে গড়িয়ে দুপুর হয়েছে
একলা পথে এসেছে অসংখ্য লোক তোমার আশেপাশে
অনেক বেলা হয়েছে, অনেক পথ হেঁটে গেছ তুমি
আজ বিকেলে আমি আর রেবা
সেই শাদা ধূসরপথ
সেই শীর্ণ অন্ধ নদী
বিস্তীর্ণ কফি ক্ষেত
ব্যাকুল শরবন
ভাঙা কালী মন্দির
দেখতে দেখতে তোমাকে খুঁজলাম
তোমার সুন্দর সকাল
দেখি, বিকেলের বুকে লুকিয়ে রয়েছে
তোমার সেই রহস্যময় হাসির মতো।

অসমাপ্ত

তোমার জন্যে আমার জন্ম
তোমার জন্যে আমার মৃত্যু
জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে
এই উদ্‌গত প্রপন্নার্তি
তাই প্রতিটি বর্ণ অশ্রুর
প্রতিটি অক্ষর অশ্রুর
প্রতিটি শব্দ রক্তলিপ্ত
এই জীবন একটি অসমাপ্ত কবিতা

সকাল থেকে

আজ সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে
সারারাত বৃষ্টি পড়েছে থেকে থেকে
দিন শেষ হতে চলল তবু এই বিষাদ মাখানো করুণা
এই অশ্রুসিক্ত বেদনার বিরাম নেই
তাই এই আসন্ন সন্ধ্যায়, হে সখা
হে আমার দুঃখ, হে আমার বিষাদ
হে আমার অপমান, হে আমার আঘাত
হে আমার ব্যর্থতা, হে আমার অবসান
তোমাকে নমস্কার।

এখন আর

এখন আর কোনো দুঃখ নেই তুমি আসো না বলে
রোজ ভোরবেলার বাতাস সুগন্ধ বহন করে আনে তোমার
সকালবেলার রোদ্দুরে তোমার উত্তরীয় ছড়িয়ে থাকে
গোলাপের কুঁড়ি থেকে সারাদিনের ফুটে ওঠায় তুমি
গোধূলির রক্তমেঘের আভায় তোমার রক্তচমকিত হাসি
জলে ঝড়ে ধুলোয় বালিতে তৃণে তারায় তোমার করুণায়
পরিপ্লাবিত তোমার সত্তা তোমার আনন্দ তোমার পূজা
কোথাও দুঃখ নেই কান্না নেই বিরহ নেই
কোথাও হাহাকার নেই বিষণ্ণায় আচ্ছন্ন আকাশ নেই
শুচি অশুচি নেই ভালো মন্দ নেই পাপ পুণ্য নেই
সমস্ত সংসারের অজস্র পথরেখা একই দিকে চলে গেছে স্বচ্ছন্দে
কোথাও আসক্তি নেই কোথাও বন্ধন নেই দারিদ্র নেই
কেউ কিছু নিয়ে যেতে আসোনি দিয়ে যেতেও না কিছু
কারো কিছু নেই, সখা, কোথাও কিছু নেই তুমি ছাড়া
এই যে সকালে অনেক পুরনো অথচ নতুন কথা বলছো
আমার ভিতর দিয়ে
এই আনন্দ আমাকে তোমার তৃণের মতো সতেজ করে রাখে
তোমার ধূপের মতো সুগন্ধে নিঃশেষ করতে থাকে
তোমার অনন্ত পারাবারের তরঙ্গ করে দুলতে থাকে সারাজীবন।

কেন যে এইভাবে

কেন যে এইভাবে সমস্ত দিন কেটে যায়
সমস্ত দিন পথে পথে ধুলোতে বালিতে
আকাশে মেঘ জমতে থাকে হাওয়া এলোমেলো
মনমরা বিষণ্ণ পাখি বসে থাকে চুপচাপ
হা হা করতে থাকে দরজা জানলা বাড়ী
শুকনো কুঁড়িতে ঘুরে ফিরে নেমে যায় পিঁপড়ে
সকালের রোদ্দুর সকালের প্রসন্নতা সকালের আনন্দ
সন্ধ্যায় আর খুঁজে পাওয়া যায় না মাঠে মাঠে
শুধু শীত আর শীত আর শীত
আর কুয়াশা আর আমার ছড়িয়ে যাওয়া
নিঃসঙ্গ অন্ধকার প্রান্তরে গড়িয়ে যাওয়া—
কোথায় যেন তোমার উত্তরীয়ের আভাস
কোথায় যেন তোমার সজল চোখের হাসি
তোমার কষ্ট তোমার নৈঃশব্দ তোমার অসুখ

তোমার কথা

আমি তোমার কথা লিখব, সখা
আমার মতো আরও অনেকেই লিখবে
তোমাকে নিয়ে অনেক বই লেখা হবে একদিন
কিন্তু কোথাও লেখা থাকবে না
কেউ লিখবে না (জানে না বলেই)
আমি লিখবো না (জানি বলেই)
তোমাদের সেই অনন্ত-সম্ভব রাত
সেই তারাদের নেমে আসা
সেই চৈত্রের আহত প্রতিহত প্রহর
তোমাদের অনন্ত-সম্ভব রাত।

টানাপোড়েন

খুব তল থেকে উঠে আসে
অশথের ডালপালা খাল
কানালি বাবুরপাটি ভাসে
ভাঙা ইঁট মাটির দেওয়াল

বলিরেখাগুলি আসে ফিরে
শনের মতন এলোচুল
নদী খায় ধড় মুণ্ড ঘিরে
আমাদের বিশ্বাসের ভুল

দুহাতে মোচড়ায় লতাপাতা
জটাজুট ছমছম দুপুর
শপাং চাবুকে আত্মীয়তা
ছুঁড়ে যায় কোথায় কদ্দূর—

ক্রুদ্ধ কিশোরের মুখচ্ছবি
উঠে আসে ভেঙে কোলাহল
অসি চর্ম বর্ম তীর সবই
মণিহীন দুচোখ সজল

নদী খায় রক্তমাংস হাড়
নদী খায় লক্ষ ছোলাডাঙা
টানা ও পোড়েনে উঠে পাড়
জন্মের মৃত্যুর নীলে রাঙা।

সন্তাপ ও সমিধভার

সেই নিষিদ্ধ ওষ্ঠপুট বাহু স্তন জঙ্ঘা জানু অগ্নিসন্ধি
অসমাপ্ত কাব্যের শুভ্র পিপাসার মতো পৃষ্ঠাগুলি রেখে গেছো
আমি লিখতে পারিনি কিছু, সখা
আমি উন্মোচন করতে পারিনি তার দলমণ্ডল
অনন্ত-সম্ভবা করে তুলতে পারিনি তাকে
তাই এই কামক্রীড়া এই সব কলা
এই ঝাঁপ সর্পতন্ত্র স্বেদ ও স্খলন
এই অগ্নি উত্তাপ অঙ্গার ও দাহ
এই জ্বলন্ত স্রোত তেজস্ক্রিয় লাভা আদিমতা নিশি-ভ্রমণ
এই দ্রাক্ষাবন বিষাক্তপাতা কামবীজ ও অভিমান
এই কলঙ্কখচিত রাত্রিসূক্ত
সন্তাপ ও সমিধভার।

মহাকাব্য

তখন তুমি সৃষ্টি করেছিলে আর এক মহাকাব্য
তার দেহের প্রতিটি তন্ত্রী ঝংকৃত করছিলে নিপুণ আঙুলে
এক আশ্চর্য আনন্দে অনাস্বাদিত অনুভবে
সে জেগে উঠছিল তোমার নিবিড়তায়
অলৌকিক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হচ্ছিল ক্ষুধার্ত হয়ে
তেজস্ক্রিয় রসধারা পরিপ্লাবিত করছিল আনন্দআকাশ
ধীরে ধীরে প্রলয়পয়োধি জলে
যেন তলিয়ে যাচ্ছিল জন্ম জন্মান্তর নিষিদ্ধ ক্ষতচিহ্নগুলি
তোমার ওষ্ঠপুটে কী গভীর আশ্লেষে সে অমৃতময়ী
অনন্তসম্ভবা হচ্ছিল
কলঙ্কখচিত রাত্রি অমোঘ মন্ত্রের শীৎকারে
কাতর করে তুলছিল প্রতিটি শব্দ মাত্রা যতি
অলৌকিক ছন্দে স্পন্দিত হচ্ছিল
তার কঙ্কন নূপুর মেখলা তার পাপড়ি ও দলমণ্ডল
আর আমার হেঁটমুণ্ড পাপচক্ষু অন্ধদাবদাহ

দেখাশোনা

আমাক দেখিয়েছিলে রাত্রি কতো উন্মাদিনী হতে পারে
আমাকে শিখিয়েছিলে কেমন করে উন্মোচন করতে হয় সেই সময়
চিনিয়ে দিয়েছিলে দলমণ্ডল নাগকেশর দ্রাক্ষাবন কামপুঞ্জ
আমার আনন্দ আমাকে বিহ্বল করে দিয়েছিল
সেই পরাগসম্ভবা আশ্লেষে আশ্লেষে নিমজ্জিত হচ্ছিল
তুমি তাকে করুণায় পরিপ্লাবিত করে দিয়েছিলে আঘাতে আঘাতে
আমি কি অগ্নিমুখ বর্শায় বিদ্ধ হয়েছিলাম?
আমি কি শরীর ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম তোমার কাছাকাছি?
কামখচিত তার দেবীমুখে দেখছিলাম রহস্যচমকিত হাসি
তোমার অলৌকিক আঙুলে অলৌকিক দুহাতের অঞ্জলিতে
তার গলিত লাভাস্রোত প্রার্থনা করেছিল আমার
ব্রহ্মচর্য সমূহ সমিধভার।

কাল সন্ধ্যায়

কাল সন্ধ্যায় তোমার কাছে বসে খুব কান্না পাচ্ছিল আমার
কিন্তু তোমার পাছে কষ্ট হয় তাই হাসছিলাম ম্লান।
তারপর ফিরে এসেছি
রাত গভীর হয়েছে
আমার উদ্‌গত অশ্রু বাধাহীন ঝরে পড়েছে অঝোরে
বিহ্বল রেবা তার সান্ত্বনার হাত রেখেছে
সমস্ত আকাশ বিষাদে শীতার্ত হয়ে কাতর
অশ্রুবাষ্পের ভিতর দিয়ে দেখেছি
তুমি কখন এসে দাঁড়িয়েছ আমাদের পাশে
মেঝেয় তোমার ভেজা পা'র ছাপ।

তোমার কথা ছাড়া

তোমার কথা ছাড়া আর কিছু লিখতে ইচ্ছে করে না
কিন্তু কী যে তোমাকে নিয়ে লিখি!
আমার সঙ্গে তোমার তেমন কিছু কথা হয় না
তোমার সঙ্গে আমার তেমন কিছু দেখা হয় না

তোমাকে চেনা তো দূরে থাক
প্রতিবার রহস্যময় ঠেকে
তোমাকে ভালবাসতে পারিনি
শুধু এক অভিমানের পাহাড় বুকে জমিয়েছি দিন দিন
তার ভার তার শুষ্কতা তার মৌন ঔদাসীন্য
মাটি থেকে আকাশ বিস্তৃত করে ছেয়ে থাকে
আর তাই তোমার কথা বলতে গিয়ে
সাতকাহন হয়ে পড়ে নিজের কথা
আর বিস্তীর্ণ প্রান্তর অসীম আকাশ ছোট্ট ঘাসফুল আমাকে নির্বাক করে
কী অনায়াসে রচনা করে কাব্য
যার প্রতিটি বর্ণে ফুটে থাকো তুমি।

উন্মাদ

আমি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম, সখা
তুমি আর এলে না বলে।
আমার তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ক্রোধের পারাবার
আছড়ে পড়ল তোমার পায়ের পাতায়
দুহাতে ছুঁড়ে মেরেছি অপমান কলঙ্ক অভিশাপ
ক্লান্ত বিধ্বস্ত ভেঙে পড়েছি দাঁড়িয়ে পড়েছি

আজ সব শান্ত চুপচাপ
তুমি আর আসোনি।

দেখা হয়নি

শাদা নদী ধূসর শরবনের পাশে শীর্ণ পথ
তুমি একদা হেঁটে হেঁটে ফিরেছো
রাত হয়েছে, জ্যোৎস্নায় কুঁকড়ে শুয়ে আছে প্রান্তর
দুঃখের মতন সর পড়েছে চরাচরে
নির্বন্ধের মতো পাখি বসে থেকেছে বাসাহীন
তুমি হেঁটে ফিরেছো একাকী
আমিও হেঁটে গিয়েছি মরা নদী মজা খালের পাশ দিয়ে
কখনও জঙ্গল
একা
আমাদের কখনও দেখা হয়নি কোথাও।

কীর্তিকলাপ

আজ সকালে ঈশ্বর
ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে উট পার করছিলেন।
আজ আমার তাঁর সঙ্গে
দেখা হলো।
তিনি আমাকে সারাজীবন
কতোবার যে অবাক করে দিয়েছেন।
তবু আজ
তাঁর কীর্তিকলাপ আমাকে সারাদিন
অশ্রুবাষ্পে ঢেকে রাখলো।

সত্যি

সব সত্যি, সব সত্যি হয়।
শুধু আমার বিশ্বাসের দুর্বলতা
শুধু আমার আন্তরিকতার অভাব।
আমাকে বিশ্বাসপ্রবণ করো
আন্তরিক করো, সখা।

ফুলে ফুলে

তুমি বলেছিলে তাই ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছে টবগুলি
সারা ছাদ আলো হয়ে আছে।
বুলু ফুল ছিঁড়তে পারেনি
অথচ তোমার জন্যে কয়েকটি ওর নিয়ে যাবার ইচ্ছে।
আমরা জানি তুমি পূজা পেয়েছ ছাদেই।
তবু মন কেমন করে।
যদি এক বার আসতে
তোমার দৃষ্টির সম্পাতে সার্থক হতো
ওদের ফুটে ওঠা।

বলা হয়নি

তোমাকে বলা হয়নি আমি ভালো নেই
আমার অসুখ ক্রমশ বেড়ে চলেছে
বলা হয়নি আমি ধর্মহীন ভেসে চলেছি
পাপপুণ্যহীন এক অস্তিত্বের আনন্দে অন্ধ
বলা হয়নি এই বীজ তুমিই বপন করে গিয়েছিলে .....

পূর্ণিমা

আজ পূর্ণিমা সন্ধ্যা
ভেবেছিলাম রেবা আর আমি তোমার কাছে যাব
তোমার কাছে বসে থাকব দুজনে চুপচাপ
এমনি
স্কুল থেকে ফিরতেই সন্ধে হয়ে গেল
অতদূর হেঁটে যেতে অনেক সময় লাগবে
তোমার ভক্তরা বলবে, না বললেও ভাববে
আটটা বেজে গেছে—
তাই আর যাওয়া হলো না, সখা
আমাদের মনখারাপের জন্যেই কি জ্যোৎস্না আজ ম্লান?

এর বেশি

এই যে সকালবেলায় রোদ্দুর এসে
লুটিয়ে পড়ল আমার বিছানায়
এই যে কুয়াশার জাল সরিয়ে উঁকি দিল চন্দ্রমল্লিকার ঝাড়
জানালায় এসে বসলো পাখি
গান গেয়ে গেলো রাই জাগো বলে বাউল
আশ্চর্য আবেগে ঘণ্টা বেজে উঠলো পূজার ঘরে
এই তো আমার তোমাকে পাওয়া
রোদ্দুরে পাতায় পাখিতে হাওয়ায় তোমার সুগন্ধ
তোমার ভালবাসার ব্যাকুল স্পর্শ
এর কি বেশি দেখব কি আর অদ্ভুত, সখা।

বিশ্বাস

তোমার বিশ্বাসে ভর করে আছি বলে
দুঃখের সমুদ্র আমাকে তীরে পৌঁছে দিয়েছে
তোমার কৃপার বাতাসে শুষে নিয়েছে আমার দাহ
তোমার অমোঘ ভালবাসা অমৃতায়িত করেছে আমার পাপ
এই ধ্যান এই তন্ময়তা দিয়ে তুমি
হাত ধরে আমাকে পার করে দিচ্ছ দুরূহ সব বাঁক পিচ্ছিলতা

ব্যাকুল

কাল থেকে দেখা হলো না বলে মনটা ব্যাকুল।
কাল জ্যোৎস্না কী ম্লান ছিল তুমি দেখোনি
আজ সারাদিন মলিন কুয়াশা ছিল তুমি দেখোনি
তুমি দেখোনি আজ সারাদিন বসেছিল বিষণ্ণ বালক
যেন কেউ ভর্ৎসনা করেছে তাকে, যেতে দেয়নি তোমার কাছে।
এই সব দেখে আমার বড়ো ভয় হয়, সখা
তুমি তো কখন কি করবে ঠিক নেই
এলে তো আসতেই লাগলো দিনের পর দিন বছরের পর বছর
শুয়ে রইলে ছেঁড়া মলিন কাঁথায় গাছতলায়
খেলে যা খুশি দুটো, ফষ্টি নষ্টি করলে খুশিমতন
সেলাই করলে আমাদের দুঃখ আঙুলে বাজালে আমাদের অতৃপ্তি
আবার চলে গেলে তোমার ঘ্রাণটুকু রেখে শূন্য করে দিয়ে সব
গেলে তো গেলেই—আর কখনও এলে না
পথে দেখা হলে চোখ ফিরে তাকালে না যেন চেনোনি কোনোদিন
দশ বছর কেউ একবার এসে শুধালো না
তুমি জানতে চেয়েছ, কেমন আছি।
তবু কাল থেকে মনটা খুব ব্যাকুল হয়ে আছে তোমার জন্যে।

সর্বস্বান্ত

তোমাকে ভালবেসে আমি এই বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়েছি
সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছি মেলায় কোলাহলে
আজও কোথাও ঘর বাঁধা হল না আমার
এতো অনাবশ্যক এতো অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত তুমি
যেন এইজন্যেই আসা
আমার আর তোমার তামাশা দেখতে ভালো লাগে না
দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো
আমার সামান্য গল্প!
নটে গাছ মুড়িয়ে গেছে কখন!
তোমাকে ভালবাসার অপরাধে
আমাকে সর্বস্বান্ত হতে হলো, সখা।

পরিপূর্ণ

তোমার কাছে তো কতোবার গেছি
কিন্তু কাছে যাবার আনন্দ কাছে যাবার বেদনা
হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার আকুলতা
অল্পই ঘটেছে
কাল তো মন খারাপ নিয়েই তোমার কাছ থেকে ফিরলাম
হয়তো তোমার কাছে যাবার জন্যে আমার অভাববোধ
তোমার স্পর্শ পাবার জন্যে আমার অভাববোধ না হলে
সে মুহূর্ত আসে না
তোমার সঙ্গে হাসি গল্প তামাশা খেলায়
তোমাকে কি কেউ পাচ্ছে, সখা?
তোমাকে কি সংসারে আমার নিত্যদিনের ধুলোতে বালিতে পাই?
এক একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে যায় আমাদের
আর আমাদের অশ্রুবাষ্পময় ব্যাকুলতায়
দুলে ওঠে ভুবন
কবে তোমার কাছে আমার অনন্ত জন্ম জন্মান্তর
তোমার স্পর্শাতীত কাছে আমার অনন্ত মুহূর্তগুলি
পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে!

কবে থেকে

তোমাকে সেই কবে থেকে দেখছি
আজও তুমি আমার মনের মতো নও
মনের মাধুরী মিশিয়ে
তোমাকে রচনা করাও যায় না দেখেছি
তোমার দৃশ্যস্পৃশের অতীত ভালবাসার চাইতে
আঘাত ও অপমানই বেজেছে বেশি
তবু আশ্চর্য
তোমাকে ছেড়ে যেতে পারিনি
তবু আশ্চর্য
তোমার প্রতি বিশ্বাসের কণায় উত্তাল সমুদ্র
তুমি আমার সব চাইতে ক্ষতি সব চাইতে সর্বনাশ
তবু তোমাকে ছাড়া আমার মুক্তি নেই, সখা।

তোমার জন্যে

তোমার জন্যে কিছুই হাতে করে আনিনি
আমার আর কিছুই নেই
যা ছিল সব কিছুই খেয়ে ফেলেছে জীবন
আমার আর তোমাকে দেবার মতো কিছু নেই
না, সেই পাহাড়প্রমাণ অভিমানও
খেয়ে ফেলেছে রাক্ষুসে ক্ষিধে
খুবলে নিয়েছে চোখ
আমার মেরুদণ্ডের শাঁস
বাজাবার আঙুল
আমার সমস্ত বিষরক্ত
তোমার জন্যে কিছুই হাতে করে আনিনি, সখা
শুধু আমি এসেছি আমি নিজে এসেছি
নিয়ে এসেছি আমাকে
যাকে তুমি একদিন
নিক্ষিপ্ত করেছিলে
ভস্মে ধুলোতে বালিতে পৃথিবীর লেলিহান ক্ষুধায়।

শরীর ছাড়িয়ে

তোমার বিচিত্র খেয়ালে দিগন্ত ফেটে উঁকি মারল চাঁদ
অন্ধকার গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে পড়ল জলে
আর আমি তাকে হাতে ধরে পৌঁছে দিলাম কিনারে
তার দুর্জয় সাহস আমাকে সপ্রতিভ করে রাখলো
আমি ছিন্নভিন্ন শরীরেও কী অকাতরে দাঁড়িয়ে রইলাম স্থির
ওরা আমাকে সমস্ত কৌশল কলা দেখালো
তোমার অদ্ভুত ইচ্ছায় শরীর ছাড়িয়ে জেগে উঠলাম আমি!

কথা

আমার একটাই কথা
তুমি আছো তুমি আছো তুমি আছো, সখা
আর তোমার জন্যেই
সূর্য এবং ঘাসফুল।

একদিন

একদিন এই পথে তুমি হেঁটে যাবে
তোমাকে স্তব্ধ করে দেবে দুপাশের শীর্ণ প্রান্তর
প্রতিটি বাঁকে লেখা থাকবে অপমান
ধুলোতে বালিতে তুমি পড়বে ব্যথার কাহিনী
তোমাকে দাঁড়াতে বলবে ভাঙা চাল
মজা দীঘি জলজ উদ্ভিদ লতাগুল্ম
তোমার সমস্ত তন্ত্রীতে আঘাত করবে
একজন ব্যর্থ মানুষের উচ্চারিত তোমার নাম
তোমার রক্তচমকিত রহস্য হাসিকে
স্তব্ধ করে দেবে তোমার নাম
তোমাকে কোনোমতে পথ ছাড়াবে না শোকার্ত নদী
তার আহত প্রতিহত তরঙ্গমালা
তোমার অনিবার্য ও অমোঘ অশ্রুতে
মুক্তি স্নান করবে সমূহ সংসার।

মাঝে মাঝে

মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়াই
দেখি শরবন নদীর চর ডিঙিয়ে সরে গিয়েছে অন্ধকার
গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে মেঘের কষ বেয়ে জ্যোৎস্না
রক্তপ্রান্তরে আমার হাড় মাংসের গুঁড়ো
অনিঃশেষ কামনা অনপনেয় কলঙ্ক অপলক মণিহীন চোখ
ছড়িয়ে ছিটিয়ে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো লক্ষ ক্ষিধে
আর তারপর সেই শাদা পথ সেই আলোকিত পথরেখা
আমি হেঁটে যেতে যেতে পৃথিবী ছাড়িয়ে যাই
প্রান্তরের পর প্রান্তর আকাশের পর আকাশ
আলোর পর আলো তারপর আলো তারপর আলো ...
তারপর আবার একসময় ঘুমিয়ে পড়ি কখন

চেয়ে দেখ

চেয়ে দেখ, সখা, অন্ধকার আজ কী গভীর!
পাশাপাশি কেউ কাউকে চিনতে পারছে না।
কতো নিঃসঙ্গ কতো একা সব।
চেয়ে দেখ, রোমশ জন্তুরা সব পথে বেরিয়ে পড়েছে
তাদের নখে দাঁতে কতো ছেঁড়াখোঁড়া হৃদয়ের টুকরো
কতো চোখের মণির সজলতা।
দেখ, আকাশের চাপা রাগ রক্তমেঘে কতো নিবিড়
বাতাসের চাপা হাহাকার লুকিয়ে থাকছে না কোথাও
মন্দ্রিত কলস্বরে দ্রুতধাবমান স্রোতস্বিনী
কী তীব্র মৌন অথচ রোরুদ্যমান সহিষ্ণু মৃত্তিকা।
তুমি কার জন্যে পাশ ফিরে শুয়ে আছো এখনও?

আমি আছি

আমি আছি, আমি তোমার জন্যে জেগে আছি, সখা।
আমি তোমার জন্যে লুকিয়ে রেখেছি বিশ্বাস
পাঁজরতলে জ্বেলে রেখেছি জাগর দীপ
হাজার তারায় ছড়িয়ে দিয়েছি তোমার নাম।
কোলাহলে বধির ঃ তবু তোমাকে গান শোনাবো, সখা
বেদনায় অবসন্ন ঃ তবু তোমাকে আনন্দ দেব আমি
দুঃখে ভেঙেচুরে গেছি ঃ তবু তোমার জন্যে এনেছি সুখ।
তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি গভীর অন্ধকারে।

চোখে পড়ে না

আজকাল কোথাও আর সেই আকাশ চোখে পড়ে না
সেই নীল অনন্ত নীরব আকাশ
চোখে পড়ে না সেই দিকদিগন্তহীন তরঙ্গময় প্রান্তর
সেই ছায়ানিবিড় ঘুঘু ডাকা দুপুরের বিহ্বল গ্রাম
পাশে ব্রীড়াবতী নদী
মৌন শ্যাম পাহাড়
পাহাড়তলীর সজল আদিবাসী তাদের পরব

দূরে পেন্সিলে আঁকা ঝাপসা বন
শাদা ঘন বৃষ্টি
অন্ধকারে অর্জুনের ডালপালার ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি
প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থের কোটরে পেঁচার সহসা চমকিত ডাক
শেয়ালের ঘেরাফেরা
আর সেই নির্জন নিঃসঙ্গ রাতে
ঘুম না আসা এটি কিশোরহৃদয়ের কান্না।
আজকাল কোথায় যেন কার নূপুরের শব্দে চমকে উঠি
কাউকে দেখতে পাই না অথচ শব্দে চমকে উঠি
কে আমার পিছু পিছু আজন্ম হেঁটে আসছো?

আমি কাউকে

আমি কাউকেই উপেক্ষা করিনি, সখা
শীত এবং গ্রীষ্মের চাবুকে পিঠ পেতে দিয়েছি
ক্ষিধে এবং তৃষ্ণার নখরে নতজানু হয়েছি
বসন্তের অমৃত-যন্ত্রণায় আমার হৃদয় উন্মোচিত করেছি
বর্ষায় কলমন্দ্রস্বরে বিশ্বাসপ্রবণ প্রবাহিত হয়েছি
তৃপ্ত হয়েছি অন্নে পানীয়ে নারীতে
আমার দুয়ার ভেঙে এসেছে বন্ধু
মুঠোয়-ছুরি শত্রু
আমার সম্মান এবং অপমান অনাবৃত করেছে আমার লজ্জা
জন্ম এবং মৃত্যু কাউকেই আমি উপেক্ষা করিনি, সখা
তোমার আনন্দের রহস্যে ঘনীভূত দুঃখ
তোমার আনন্দের রহস্যে ঘনীভূত বেদনা
আমাকে নির্বাক করে দিয়েছে
কাউকে কি উপেক্ষা করা যায়, বলো?

সময় নেই

আর অন্য কথা বলার সময় নেই, ভাই
এক সূর্য অস্তিমিত প্রায় এক সূর্য উদীয়মান
এ কে অদ্ভুত সন্ধিকাল।
তুমি একটু শান্ত হয়ে চুপচাপ বসো—
আমি আমার সখার সঙ্গে কথা বলি।

ভস্ম পালক

তুমি আমার কলম কেড়ে নিয়েছো
টুকরো করে উড়িয়ে দিয়েছো শাদা পাতা
পৃথিবীর ইতিহাস ভূগোল ধর্ম অধর্ম
চতুর সব শিল্পের চূড়োয় চূড়োয় ঘুরেছো আমাকে নিয়ে
শিখিয়ে দিয়েছো বিন্দুকে সিন্ধু করার কলা
আমার ডানা ক্লান্ত চোখ বুজে এসেছে
অনেক দেখার ভারে অবসন্ন আমি
তোমার সঙ্গে গুহা থেকে গুহায় ফিরেছি
সর্বত্র ফেলেছো তোমার নিরঞ্জন আলো
আমি তোমার মুখ দেখতে পাইনি
দেখেছি ইতিহাসের অস্থিতে ইস্তাহারের করোটিতে
ধর্মের কঙ্কালে শিল্পের পাথরে তোমার রহস্য হাসি
মূক ও বধির দেবতারা নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিচ্ছে
আমাদের ভস্ম পালক রক্তে ভেজা আত্মা

আমি সেই

আমি সেই নির্বাক বালক
যে তোমার জটিল-ঝুরি-নামা অন্ধকারে
নির্ভয়ে তোমার সঙ্গে কথ বলে
তোমার নিরঞ্জন নির্বিকার সরলতায়।
আমি সেই নির্বোধ বালক
যে তোমার অশেষ তত্ত্বের পাণ্ডিত্যে
মূঢ় চিত্তের বেদনায় অবসন্ন।
তোমাকে ধারণা করতে পারি না বলে
তিলে তিলে তুমি নতুন
আর আমার অবসানহীন অতৃপ্তি।
তুমি আমার কাছে সহজ বলেই এত পরিপূর্ণ
সহজ বলেই এত আনন্দময়
এমন সুন্দর।

পূর্ণ

কো হ্যেবানাৎ কঃ প্রাণাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

চেয়ে দেখ, সখা, তোমার জন্যেই কেমন সহজে
মাথা দুলিয়ে নাচছে প্রান্তরের তৃণ
তোমার জন্যেই রক্তরাগারুণ আকাশে উদিত হচ্ছেন সূর্যদেব
তোমারই জন্যে পাঁজর গুঁড়িয়ে চলে যায় কী ভীষণ দুঃখ
মূঢ় চিত্ত বিহ্বল করে পরিপ্লাবিত করে যায় সুখ
তোমারই আলোয় উদ্ভাসিত চিত্তশতদলে আমি ধন্য
তোমারই অন্ধকারে অন্নহীনা বসুন্ধরায় আমি ছিন্নভিন্ন
তোমার এই বিরোধাভাসের রুচিরায়
কী নিবিড় আনন্দে স্তব্ধ হয়ে আছে লোকলোকান্তর
হে আনন্দ, তুমি আকাশ পরিপূর্ণ করে আছো বলেই
আমি আছি।

আমাকে তুমি

আমি তোমাকে আমার মনোমতো করে পেতে চেয়েছিলাম
সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিলাম ব্যক্তিমানুষের রক্তে মাংসে
তাই আমার প্রেম সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল, আহত হয়েছিল প্রতিদিন
রক্তমাংসের নীচতায় কী ভীষণ যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছিল
এমনকি তোমার মৃত্যু প্রার্থনা করেছিল সে কোনো সময়।
যখন তোমার অনন্ত নীলিমায় চোখ রাখি
যখন তোমার বেদনা শুষে নিয়ে, দেখি, তুমি নীল হয়ে আছো
যখন তোমার অনন্ত তরঙ্গের পারাবারের সামনে দাঁড়াই
দেখি, তুমি আমার বিক্ষুব্ধ চিত্তকে বুকে আগলে আছো চিরদিন
তোমার সীমাহীন রক্তপ্রান্তরে আমারই জীবনের রূপক প্রতীক
গ্রীষ্মের দাবদাহে আমারই জ্বালা, শীতের নখরাঘাতে আমারই ক্ষত
আমার দুঃখে আমার দাহে আমার নিত্যমুহূর্তের অগ্নিময়তায়
আমার অনন্ত বিরহে, হে প্রেম, হে অমোঘ তুমি,
ছড়িয়ে পড়ো ছড়িয়ে পড়ো—
আমাকে তোমার অসীমে অবলুপ্ত করো।

এতো নির্নিমেষ

এতো আঘাত এতো অপমান
তবু তুমি বসে আছো?
এতো উপেক্ষা এতো নির্দয়তা
তবু তোমার ওঠার নাম নেই!
এতো অন্ধকার এতো অপ্রেম
এখনও দুচোখ সজল তোমার!
এতো দীর্ঘ ব্যবধান
এতো অনপনেয় কলঙ্ক
এতো পাঁজর গুঁড়িয়ে যাওয়া বর্জন
তবু উদ্‌গত অশ্রুবাষ্পে ঢাকো আকাশ
তবু হাঁটুতে চিবুক বসে থাকো তুমি?
এতো নিঃসঙ্গ এতো নির্বেদ এতো নির্নিমেষ?

ভালবাসা

আমার দুঃখের নাম ভালবাসা
আমার সুখের নাম ভালবাসা
তুমি যাতে পা রেখে এসেছো তারও নাম
তুমি যাকে মাড়িয়ে গিয়েছো তারও নাম
যা তোমাকে দিয়েছে সর্বস্ব একদিন
আঘাতও করেছে অভিমানে
সখা, সব ভালবাসা, আমি ভালবেসে
ভালবেসে ভালবেসে অনিঃশেষ হবো।

ভয় পেয়ো না

আমি অনেকদিন কালিতে রক্তে কলম ডুবিয়েছি
এখন আর কিছুই নেই আমার
কথাও শেষ
তোমার কথা লিখতে গেলে
তোমার কলঙ্করক্তে কলম ডোবাব, সখা
তুমি ভয় পেও না।

অন্তিম

এখনও ফুরোলো না
ব্যথিত পথে পথে
ক্লান্ত ঘোরা ফেরা
এখনও জুড়োলো না
তাপিত দেহে মনে
পুরনো পিপাসারা।
এখনও এই আমি
আহত অভিমানে
বাড়ায় ব্যবধান
এখনও অনাহত
তোমার গানে গানে
বৃথাই চোরাটান।
বৃথাই মেঘে মেঘে
অনেক বেলা গেল
এখন বেদনায়
কেবল একা একা
এভাবে চেয়ে থাকা
সবই ভেসে যায়
একটি নদী স্রোতে—
তাহলে ভেসে যাবে
কেউ কি ফেরাবে না?
কেউ কি কোনোদিন
কাউকে ভালবেসে
রাখেনি কোনো ঋণ
আমার পৃথিবীতে?
সবই কি তোমাদের
ধোঁয়াশা জটিলতা!
তাহলে প্রেম নেই?
তাহলে হে জীবন
ভাসাই ভালো এই
নদীর কালো জলে।

তুমি তাকে

তোমার জন্যে সে আজ যমুনা ছেড়ে চলে এসেছে, ভালবাসা
তোমার জন্যে তার এই দুঃখ, এই ভয়, এই শরীর, নীল ওষ্ঠপুট
তুমি তাকে ঘুমোতে দাওনি অনেকদিন, থাকতে দাওনি ইচ্ছেমতো
আমি তো তাকে চিনি, সে আমার সখা, তার ফেলে যাওয়া রাত
নক্ষত্রখচিত আকাশ অন্তরঙ্গ সংলাপ প্রিয় চুম্বনের দাগ নূপুর
সব রেখে দিয়েছি আমি সহস্র স্মৃতি সহস্র সম্ভাবান স্মৃতি ...
ভালবাসা, তুমি পৌরাণিক বিরহে বিশ্বাসী নও, তাই
উন্মাদ হয়ে তাকে কাঁদাও কষ্ট দাও নিরূপায় করো নির্বিকার করো
আমার কথা শোনো না তুমি যুক্তিবুদ্ধির ধার ধারে না তোমার আবেগ
তাই ভেঙে দাও তার স্বপ্ন শপথ আমার ছন্দ মাত্রা যতি
যে কাম থেকে তুমি ফুটে ওঠো তাকে আদিম আকর্ষণে তুলে আনো
আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি সেও বিহ্বল হয়ে পড়ে আর
মাটির পৃথিবীর মানুষী দুর্বলতা আমাদের অশ্রু বাষ্পে আবৃত করে
আমি তাকে খুঁজে বেড়াই সারাদিন পথে পথে ঘুরে বেড়াই
সেও অপমান থেকে কলঙ্ক থেকে অনিবার্য বেদনা থেকে
অব্যাহতির জন্যে পাশ ফিরে শুয়ে থাকে অমন
ভালবাসা, তুমি আমার সর্বস্ব নিয়েছো
আমার বন্ধুকে ছেড়ে দাও তুমি।

কিছুই রইল না

তোমার জন্যে যা কিছু সযত্নে রেখেছিলাম
নষ্ট করলাম নিজের হাতে
তুমি আর এলে না বলেই ছড়িয়ে দিলাম রক্তমেঘ
উড়িয়ে দিলাম শুকনো লাল পাতা
সারারাত বিষাক্ত বল্লমের আঘাতে বিদ্ধ হলাম জন্তুর মতো
নিরভিমানের নিচু আকাশ মুচড়ে
ঝড় এলো বৃষ্টি এলো
ভাসিয়ে দিলাম রক্তমাখা পালক মৃত্যুভেজা আত্মা
তোমার জন্যে শূন্যতা ছাড়া সীমাহীন শূন্যতা ছাড়া
এ হৃদয়ে কিছু রইলো না, সখা।

তোমার জন্যে

তোমার জন্যেই রচনা করি ওই বনভূমি
তোমার জন্যেই বিষাক্ত লাল পাতা
লতাগুল্ম আদিম জন্তুর ঘেরাফেরা
তোমার জন্যেই উন্মোচন করি রহস্য
পান করি বিষ বিদ্ধ হই বল্লমের ফলায়
তোমার সুখের জন্যে আমার যজ্ঞধূম
এত আগুন ঝর্ণা কেশর সমিধভার
উঠে এসে এই শ্লোক এই বেদ এই রাত্রিসূক্ত।

কৃষ্ণপক্ষ

আবার সেই অন্ধকার আবার সেই কালো
আবার সেই জন্তুদের তীক্ষ্ণ দাঁত নখে
আত্মা ছিঁড়ে টুকরো হয় ধর্ম যায় ভেসে
নামায় পাপ পাতালে ঘোর পাতালে চাদ্দিকে
কেবল প্রেত মুণ্ডহীন, কোথাও নেই দিশা
কোথায় নেই বিশ্বাসের সূচাগ্র মেদিনী
বৃথাই কল্পনার অলীক লোক, প্রভু
কখনও আর ডেকো না আর ডেকো না ওইদিকে।

ছবি

তুমি নিশ্চয়ই বসে আছে আধশোয়া অবস্থায়
সামনে বসে আছে ভক্তমণ্ডলী
অমৃত-কথায় কেঁপে কেঁপে উঠছে দীপশিখার মতো চিত্তদল
তোমার দৃষ্টির সম্পাতে ফুটে উঠছে উন্মুখ পাপড়িগলি ...
আজ আমার খুব ইচ্ছে ছিল তোমার কাছে যাবার
যেতে পারলাম না
তোমার কি মনে পড়বে আমাকে?

পথের বসন্তে

এখন গাব না গান
বসন্তের
এখনও
ফোটেনি সব কৃষ্ণচূড়া
জ্বলেনি
শিমুল এবং পলাশ বন
নিভন্ত
এখনও পথ বাঁকের মুখে
কম্পমান
ছড়িয়ে আছে
হাত পা ভাঙা করোটি
আমরা
দেখেছি ঢের অতীত
এখন
বর্তমান
এনেছে নীল শিখার আগুন
শীতার্ত
আমরা
গাব না গান এখন
আসুক বসন্ত
আমরা ফোটাবো ফুল
ফোটাবো ঠিক
পাথরে
আমরা ছোটাবো ঠিক
মাটির ঘোড়া
বাঁকুড়ার
দেখুক চোখে
কাতর
প্রতিবেশীরা
হাজার ক্ষত
জ্বলুক
এই পেশীতে
চিতারা সব চিতারা
সব নিভন্ত
নয় এখনও
হাওয়ায় দেখো
এখনও
নীল স্ফুলিঙ্গ
নীরবে পথ হেঁটেই চলি
পরস্পর
কেউতো কারো
মুখের দিকে
তাকাই না
এখনও ভয়
কী যে আছে
কপালে
তাই গাব না গান
আসুক লাল
বসন্ত
সামনে খরা
বালিতে জল
পাতালে।

শাদা কালো

গরাদ গুলো
গলে গলে পড়ছে
ভেতরে
মর্মভেদী
অথচ বিষণ্ণ
একটি চোখ
অন্যটিতে অন্ধকার।
এই রকম
একটা ছবি
অনেক সময়ই
মনে হয়েছে
আমারই।
মনে হয়েছে
কালাহারির মরুভূমি
ড্রাকেন্সবার্গের পাহাড়
ঘাসের বন ভেঙে
আর জাম্বেসী নদী
আর রোবেন দ্বীপ
শুধু
দক্ষিণ আফ্রিকার নয়
সারা পৃথিবীর
যেন
নেলসন।
অনেক সময়ই
মনে হয়েছে
আমার রঙ
খুব কালো
খুবই কালো।

দু-চার লাইন

বুলুর জন্যে দু-চার লাইন লেখা
ভাষা জোগাও সন্ধ্যাতারা নদী
হলো না যার সঙ্গে আজও দেখা
সে ভাষা দাও জীবন নিরবধি।

বুলুর জন্যে এক ফোঁটা অশ্রুতে
বাহান্নটি গল্প উঠুক কেঁপে
শীর্ষে যাদের পারে না কেউ ছুঁতে
সে ভাষা আজ নামুক এসে কেঁপে।

জ্যোৎস্না, তুমি মেনো না আজ আইন
বুলুর জন্যে দেখাও দু-চার লাইন।

ঋণ

আমি শুধু আমি শুধু যাবো?
ওই পথ ওই পথতরু
আকাশের বেদনা
কোনো কিছু বলে না তোমাকে?
আমি শুধু আমি বার বার
রক্তক্ষত ব্রতের শরীর
ভেঙে ভেঙে দাঁড়াব সম্মুখে?
তাহলে কি ধরে নেব তুমি
পাথরের বিগ্রহ আমার
প্রেমহীন গতিশক্তিহীন?
তোমার কোথাও ঋণ নেই!

আমার নাম

আমারই নাম ধরে সেদিন
দরজা নেড়েছিল ওরা
শক্তি শেষ হলে চাবুক
ছুঁড়ে ফেলেছিল দূরে
এবং আমারও এ শরীর।
বৃষ্টি হয়েছিল সেদিন
আকাশে উঠেছিল ঝড়ও
মাটিতে ঘাসে ঘাসে কথা
কি যেন হয়েছিল কিছু
সবটা বুঝিনি তবু
সেই থেকে আছি ফেরার।
ওদেরই কাছাকাছি খুবই
জামায় ঢাকা দাগ, মুখে
কথাই বলি না তো, শুধু
দেখি কী চাপা রাগ মেঘে
পাথরে কেঁপে ওঠে জ্বালা
শিকড়ে ফেটে যায় দ্রোহ
মাটির শিরা উপশিরা
হাজার পাকে ঢেকে রাখে
আমাকে বিছিয়ে তিমির।
কেবল মাঝে মাঝে আতুর
ঘুমের ঘোরে শুনি ডাকে
আমার নাম ধরে, সটান
জ্যোৎস্নার বিষ মুঠোয়
দাঁড়াই চেপে ধরে এবার
দুচোখে ঢেলে নেবো বলে।

অনির্দেশ্য

আমরা কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি
পথে শীত পথে নির্জনতা পথে ভয়
পথে পথে পাথর কাঁটালতা
কেবল বিশ্বাসপ্রবণ হাওয়ার হাহাকার
পাঁজরতলে ঢেকে এনেছি
তোমার জন্যে
আমাদের শীতার্ত ভালবাসা।

মুক্তি

আর বোধহয় পারলাম না
অশান্তিতে ছেয়ে গেছে আমার আকাশ
বেদনায় ভরে গেছে আমার মৃত্তিকা
তোমাকে নিয়ে আমি জর্জরিত
আমাকে মুক্তি দাও তুমি।

এখনও কি

দশ এগারো বছর হয়ে গেল, সখা
অনেক কষ্ট অনেক ব্যথা পেরিয়ে
তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম
এখনও কি শূন্য করতে পারিনি
এখনও কি বাজবার মতো হইনি তোমার হাতে?

মাঝে মাঝে

মাঝে মাঝে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়
খুব জোরে হেসে উঠি
ওরা সবাই আমর মুখের দিকে তাকাক
তুমি নির্বাক বিমূঢ় হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাও
আস্তিন পাকিয়ে দাঁড়াক কেউ
কেউ রুল হাতে নিক
আর আমি
সেই ছোট্ট অথচ বিস্ফোরক গল্পটার কথা ভেবে
খুব জোরে হেসে উঠি তোমার সামনে।

মাথা নিচু করে

আমি মাথা হেঁট করে দাঁড়াব তোমার সামনে
রেবা মাথা নিচু করে দাঁড়াবে তোমার সামনে
তুমি আধশোয়া অবস্থায় কথা বলবে কার সঙ্গে
মুখের খুব কাছে মুখ নিঃশ্বাসের খুব কাছে নিঃশ্বাস
আমাদের দিকে তাকাবার মনোনিবেশের সময় কই
আমাদের ভুল বোঝা চলবে না—পাপ হবে
কোনোকিছুর সরল অর্থ খোঁজা চলবে না—পাপ হবে
ব্যক্তিগত অতি ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতার কথা
আমাদের মনে পড়লে—তোমার কৃপা থেকে বঞ্চিত হবো
প্রভু, আমাদের যে আর কিছুতেই চৈতন্য হলো না
আমরা মাথা নিচু করেই বেরিয়ে আসি।

দেশ

যতোবার সরে যাই ততো টেনে ধরে রাখে হাত
একাকী আমার ভাই শ্বাপদসঙ্কুল পথে; তাকে
না চেনার ভান করি, চাপা রাগে পরিত্যাগ করি।
কিছুতে কাঁপি না, হাতে তুলে খাই পরিচ্ছন্ন ডিশে
আমার বোনের সুপ। বিবৃতিতে উত্তাল স্বদেশ ঃ
হে জননী জন্মভূমি, হে আমার ভাইয়েরা বোনেরা .....

একদিন

একদিন আমরা গিয়ে দাঁড়াব তোমার সামনে
তোমার শুকনো চোখ সজল হয়ে উঠবে
আমরা কথা বলবো না কেউ
তুমিও নির্বাক চেয়ে তাকবে
আমাদের ঘিরে থাকবে খুব নিচু হয়ে নেমে আসা
মেঘলা আকাশ
অনেক দিনের পুরনো মধুমালতির গন্ধ
সারি সারি স্মৃতির ছায়া
বৃষ্টিবিন্দু
একদিন আমরা নিয়ে যাব তোমার জন্যে
সর্বস্বান্ত আমাদের কাহিনী
তুমি তো কবিতা ভালবাসো!

কতো জন্ম মৃত্যু

আজ অনেকদিন তোমার সঙ্গে আমার
দেখা হয় না কথা হয় না
বড়ো দ্রুত দিনগুলি কেটে যাচ্ছে, সখা
ইস্কুল আর বাড়ি বাড়ি আর ইস্কুল
করতে করতে বেলা যাচ্ছে
তার ওপর নুন পান্তার সংসার।
তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না
একেকদিন পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে—
কিন্তু তুমি তো আর সঙ্গে নেবে না আমাকে
তাই ওই পথ ওই পথতরু
আমাকে ফিরিয়ে দেয়
গভীর রাতের ছাদে নেমে আসে আকাশ
আমার বুকভরা শূন্যতার ভেতর
এই জন্মের মতো কতো জন্ম মৃত্যু জ্বলে নেভে
আমার আর ঘুম আসে না কিছুতে।

মনে নেই

এখন মনে নেই, এখন স্মৃতি নিয়ে
পেছনে ফিরে যেতে সময় হাতে কই
হয়তো সব ছিল একদা এইখানে
এখন কাঁটালতা এখন উইঢিপি
বালির চিতা নদী আগুনখাকী টিলা
রক্তক্ষতবুক এখন প্রান্তরে।
বড্ড দ্রুত যায় সময় আর আমার
লাগে না ভালো কিছু অনেক দেখা হলো
অনেক জানা হলো শোনাও ঢের তাই
এখন কোলাহল ভীষণ কানে লাগে
বসেই থাকি একা এভাবে চুপচাপ।

পথ

চলেছি তো চলেছিই
পথ আর ফুরোয় না
হঠাৎ কোত্থেকে
মাটি ফুঁড়ে তুমি এলে
আমি তো চিনি না
তুমি মনে করিয়ে দিলে
জটিল কুয়াশা
পুরু ধুলো বালি সরিয়ে দিলে
আমাদের পুরনো বন্ধুত্ব
আবার গাঢ়তর হলো
আর
আমার অফুরান পথ
পথের অন্ধকার
বেদনা
আকুল আবেগে
আমাকে
ছিঁড়ে খুঁড়ে
উদ্ভাসিত করলো
রাকা রজনী

ধুলোর পথে

আমার সমস্ত পথ চেয়ে থাকে আমি যতক্ষণ
অন্য কোনোখানে যাই ঘুরে ফিরি অবসন্ন একা।
সে আমাকে ভালবাসে আজীবন বুক পেতে রাখে
দীর্ঘ দেহ ঝরে যায় ঝরে জল চোখের ধুলোয়
আমার বিনষ্ট দেহে মনে ঃ বলে, ফিরে এসো, আর
কোথাও যাবার নেই, তোমার পাবার অধিকার
আমার ধুলোয় বাঁধা আমার বালিতে বাঁধা আছে।
তাই কি আমার কোনো বাড়ি নেই জন্মভূমি নেই
সজল শৈশব নেই, গাঁয়ে যাবার পথ নেই
শুধু এ শরীর যায় পলে পলে মৃত্যুর নিকটে?
শুধুই শরীর? জীর্ণ পোশাকের মতো? আমি অনেক পোশাকে
ক্লান্ত অবসন্ন, খোলো খুলে নাও সর্বস্ব আমার
মুক্তি নয়, এই পথে আমি ফিরে যাবো সেই ঘরে
পৃথিবীতে পাপ থাক পুণ্য থাক মুক্তি ও বন্ধন থাক রোজ
সব নিয়ে সে থাকুক তার গাঢ় নীল শূন্যে সহজ সুন্দর।
তুমি এসো ফিরে এসো ঃ প্রেমের ধুলোর পথে আমার সন্ন্যাস।

ভয়

ভয়ে ধরে থাকি পলকা মরা ডাল ঘাসের শিকড়
ধরে থাকি মুঠো চেপে গলে পড়া লোহার সিন্দুক
পাঁজরের তলে রাখি লুকিয়ে আয়ুর পাতাগুলি
দ্রুত ধাবমান স্রোত স্তব্ধ করে ধরে রাখতে চাই
সমস্ত শরীর নিঙড়ে—ভয় পাই ভয়ে উচ্চকিত হয়ে উঠি
শ্বাসকষ্টময় দিন রুদ্ধশ্বাস রাত জল ছুঁয়েছে চিবুক
আমি যে তোমার নাম নিয়েছি, তাহলে নির্ভরতা?
তাহলে বিশ্বাস? সখা, আমি যে তোমার নাম নিয়েছি? জানো না?

পথে এসে

পথে এসে মনে পড়ে পথে এসে মনে পড়ে যায়
আর সেই মুহূর্তেই ঘূর্ণী ঝড় ধুলো আর পাতা
শাদা ছাই ভরে দেয় গা হাত পা ও মাথা
অদ্ভুত শিকড় সব দুলে দুলে পাতালে নামায়
আমার সজল স্বপ্ন সহজ বিশ্বাস আর ব্রত
তাহলে কি ফিরে যাবো? তাহলে কি এই অবসান?
কখনও কি বলিনি তোমাকে, দেখাইনি সে ক্ষত?
পথে এসে মনে পড়ে পথহীন প্রিয় পরিত্রাণ।

দেখাশোনা

শুধু কাছে বসে শুনি শুধু দূরে চলে গিয়ে শুনি
কখনও কোথাও কিছু দেখিনি দুচোখে ছুঁয়ে হাত।

এই বেশ ভালো তুমি শুয়ে আছো দুপুরের রোদে
হলদু নিমপাতা ঝড় উড়ে গিয়ে পড়েছে শরীরে।

আমার মতনই চাপা রাগ দুঃখ অভিমান ভয়
তোমাকেও ঘিরে আছে গোপনতা চতুরতা ছল।

কতোদিন হলো? আর কতোদিন? ভালো লাগে, বলো?

শ্রোতা

আমার আর পাল্টানো হলো না
আসলে আমার একটাই গল্প
অত্যন্ত সোজা সরল
কোথাও কোনো রহস্য নেই বাঁক নেই
তাই ছন্দ মাত্রা এক রেখেছি
ওরা যা বলে বলুক
তোমার মতো সমঝদার শ্রোতা পাইনি আমি।

তাকে

সব থেকে বেশি কষ্ট দিয়েছে যে তাকে
তোমাদের মতো আমি বলেছি ঈশ্বর।
আমি তার জন্যে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছি
আমি তার জন্যে ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে
অবসন্ন ম্রিয়মান ক্লান্ত করপুটে
গ্রহণ করেছি বিষ বিশ্বাসঘাতক।
সব থেকে বেশি কষ্ট যে দিয়েছে তার
রক্তমাংস আমি খাই শুষে নি আত্মার
আগুন, নির্ভর করি তার ওপরে শুধু।

সমর্পিতা

আমার মতো হাত পা মাথাহীন
মানুষ হাঁটে এই পথে দিন দিন

এখন শুধু বিষাক্ত লাল পাতা
ছেয়েছে এই দেশের গা হাত মাথা

পোকার মতো নির্ভয়ে নির্ভীক
মানুষ হাঁটে, ছেয়েছে দশদিক

নিভুক জ্বলক হাজার হাজার চিতা
এসো আমার অন্ধ সমর্পিতা।

দায়

আর বেশি সময় নেই
আমার এই ব্যর্থতার দায়ভাগ নিতে হবে তোমাকে
ভালবাসার চেয়ে বেশি ঘৃণা পেতে পারো একদিন
তুমি এবার রুখে দাঁড়াও
উঠে দাঁড়াও
আর বেশি সময় নেই আমাদের।

ফেরা

কবে চলে গেছি কঠিন পথের শহরে
শুয়ে আছো আহা জ্যোৎস্নায় যেন কঙ্কাল
গন্ধেশ্বরী নদী, চোখে আজ বহো রে—
অশত্থপাতা বাজাও হাওয়াতে করতাল!
আমি যে এসেছি ছোলাডাঙা, আহা তাতে কি
মজাদীঘি, তুমি এখনও আমাকে ডোবাবে?
আঁকাবাঁকা খাল দেখি দেখি তোর হাতে কি?
অপহৃত সেই সরলতা! নীল স্বভাবে
আকাশ আমাকে ছড়াও ছড়াও আমাকে
ছড়িয়ে জড়িয়ে উন্মাদ করো প্রান্তর
বুকে পিঠে রেখে জন্মদিনের জামাকে
এসেছি দেখেছো? তবে কেন এ আতান্তর।
পথে ভয় পথে বড় ত্রাস পিঠে চাবুকে
এত ক্ষত, মাগো, জানো তো একটু কাঁদিনি
ছোলাডাঙা, আহা ছোলাডাঙা আমি কাউকে
এখনও চোখের জলে ভেসে ভালবাসিনি
এখনও জলজ শ্যাওলায় ঢেকে রেখেছি
বলিরেখাগুলি মাটির দেবতা, অনলস
এখনও কবিতা কল্পলতায় ঢেকেছি
যতো ক্ষয় যতো ক্ষতি, ভরে গেছে এ কলস।
চৈত্রের চিতা ফিরে দাও শুধু একবার
নিজে হাতে যাকে দিয়ে গেছি শেষ অবসান
জেগে ওঠো তুমি অদাহ্য, শুধু দেখবার
অন্ধ আতুর দুচোখে জীবন—অপমান।

আবার

আবার নেমে এলো সেই কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার
সেই অনির্বচনীয় যন্ত্রণার দিন আর রাত
আবার সেই নিরাশ্রয় ঘুরে ফেরা দুপুর
সেই দুর্জয় অভিমান দুঃসহ দাহ
আবার আমার তোমাকে ভুলে যাবার অবিরাম প্রয়াস!

আজকাল

মৃত্যু এসে ছায়ার মতন
পাশে পাশে হাঁটে আজকাল
আমি তার মুখে কোনোদিন
আমি তার চোখে কোনোদিন
আমি তার দেহে কোনোদিন
ভয়ে ভয়ে তাকাতে পারি না।
মৃত্যুকে কেন যে এত ভয়!
সেকি সব কেড়ে নেবে বলে?
কী কী নেবে, কী আছে আমার
বুকে আগলে রাখার মতন?
কিছুই দেবে না, ওর কিছু
নেই? শান্তি? শান্তি নেই
মৃত্যুর দুহাতে? শান্তি নেই
তাহলে মৃতের মুখে ওই
বিভা কেন? তাহলে মৃতের
শরীরে কিসের নীরবতা?
মৃতেরা আকাশে কেন যায়
মৃতেরা মাটিতে কেন যায়
মৃতেরা আমাকে ডেকে ডেকে
কেন বলে ঃ আয় ওরে আয়!

লেখা হলো না

তোমার জন্যে আমার এই আসা যাওয়া
এই দীর্ঘ পথ, পথের সুখ দুঃখ
তোমার জন্যে আমার সংসার আমার সন্ন্যাস
তোমার জন্যে আমার জয় পরাজয় অপমান
তোমার জন্যে আমার পাপ আমার পুণ্য
অভিমানের পাথর জমতে জমতে পাহাড়
তোমার জন্যে আমার কাম ক্রোধ
শতধা বিদীর্ণ ক্ষিধে
হাড়ের ভিতরের গোপন কামনা
মুখের দিব্য আভা
তোমাকে নিয়ে আমার সর্বনাশ
তোমাকে বাদ দিয়ে আমার হাহাকার—
শুধু একটি কবিতা—যা আজও লেখা হলো না, সখা।

কাল রাত

কাল রাতে কী কী ছিল আমাদের ঘিরে?
সকালে সমস্ত স্বপ্ন ঝরে পড়ে সমস্ত সুন্দর
ঝরে যায় চারপাশে জমে ওঠে আহা স্মৃতিসুধা
ঝরে পড়ে স্তূপাকার সোনালী ফসল শাদা খড়
বিছানায় জানালায় বাগানে পালকে
ঝরে আনন্দের কণা বিন্দু বিন্দু পাতা বেয়ে জল
গোপন ব্যথিত সুপ্ত অনাহত নিবিড় মর্মর।
রাতের গভীরে কাল কারা আমাদের ফেলে রেখে
চলে গিয়েছিল হেঁটে ছায়াপথে নীলের ভিতর?
রেবা, তুমি দেখেছো কি পূর্বপুরুষেরা এসেছিল?
আদিম গহ্বর থেকে? দেবতারা কল্পলোক থেকে?
আমাদের ঘিরে ছিল? আনন্দরক্তের স্রোতোময়
বিহ্বলতা কাল রাতে ধুয়ে নিয়ে গেছে পৃথিবীর
পাপপুণ্য অভিশাপ তপস্যার তামস বেদনা
কাল রাত আমাদের পূর্ণ করেছিল শূন্য করে।

শূন্যপুরাণ

যত কাছাকাছি যাই তত খুলে যায় ওই নীল
ঝাপসা হতে হতে ক্রমে মিলায় সুন্দর অবসান
আর রুদ্ধ বেদনার অন্ধকার ফেটে পড়ে মাটিতে ধুলোয়
ভাসে রক্ত-লিপ্ত সব আকাঙ্ক্ষার মেধা মেদ হাড়
আশৈশব আকুলতা বদ্ধমূল অন্ধ রিপুভয়।
যত কাছাকাছি যাই ততো দূরে সরে যায় ভ্রম
ততো ঘুরে ঘুরে নাচ দেখায় মুখোশ মালা গুলি
অভিমান টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে নির্লিপ্ত আত্মাকে।
পৃথিবীতে নেমে আসে সর্বগ্রাসী লেলিহান নীল।

□

শূন্যের ভিতরে সম বক্র ও উদভ্রান্ত অবপীড়িতক গুলি
শূন্যের ভিতরে নীল নখমণ্ডলের অনুরক্ত রেখাগুলি
গুচ্ক ও উচ্ছুনকে স্তন নাভি বাহুমূলে বিন্দুমালাগুলি
আত্মাকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যায় দেহ ফেটে পড়ে চাপা রাগে
নিবিড় নীলের থেকে ঝরে পড়ে অবসান বিন্দু বিন্দু জল।

□

কাছাকাছি কেউ নেই শুয়ে আছি ঘাসের ভিতর
মাথার ওপর নীল পায়ের পাতায় ওঠে কীট
নির্ভয়ে, কোথাও যায় শেয়াল জ্বালিয়ে তার চোখ
গ্রাম নেই কোনোখানে গ্রামের কিনারে নদী নেই
মাঠ আলপথে সরু শাদা পথরেখা লুপ্ত মজাদীঘি
পুরনো বন্ধুরা গেছে বহুদিন আসছি বলে ফিরে আসছি বলে
আমার আত্মার নীলে ডুবিয়ে দিয়েছে কেউ তাকে
যাকে রূপলাগি আঁখি ঝুরে বলে লিখেছি অনেক
সযত্ন লালিত স্মৃতি পালকে ও ভস্মে পড়ে আছে
পড়ে আছে প্রসারিত ভাঙা হাত ক্ষয়া শাদা হাড়
শূন্যের নিষ্কম্প নীলে ভাসমান একা একা একা ...

□

এই নীল একাকীত্ব রচনা করেছি আমি নিজে
নিজেকেও সহ্য হয় না এরকম শূন্যতা আমার
হৃদয় প্রার্থনা করে ঃ আর দীর্ঘ চরাচরে ভয়
জড়ায় ছড়ায় জলে অভিশাপ আমূল পাতাল
কেঁপে ওঠে ঃ তৎক্ষণাৎ আনন্দ আসনে তার মুখ
পদ্মের মতন যেন ফুটে ওঠে ... ঝরে যায় ঝরে যেতে থাকে ...
সমুদ্রের নীল আমরা দেখেছি পাথরে
সমস্ত মন্দিরময় নীল আভা আকাশে উঠেছে
আমরাও নীল হয়ে সারাদিন সেখানে থেকেছি
এমন আনন্দ-নীল এমন অশ্চর্য শূন্যপুরাণ দেখিনি
হাজার বছর ধরে পাথরে রয়েছে জেগে
শুধু আমাদের জন্যে
আমাদের একান্ত আপনার!

অতিরিক্ত

প্রাপ্যের অতিরিক্ত দিয়েছো আমাকে
পথে পথে যাব ঘুরে বেড়ানোর কথা
তাকে দিয়েছো ইঁট কাঠের ঘর
রোদ্দুরে বৃষ্টিতে ভেজার কথা যেখানে
সেখানে দিয়েছো পশম কার্পাস
শরীরের পিপাসার পরিপূর্ণ তৃপ্তি
সব ছাপিয়ে রহস্যময় হাহাকারে ভাসিয়ে দিয়েছো
এক চিলতে জীবন
আমি তোমার নামে কবিতা লিখে
ঋণ শোধ করব, সখা।

তুমি জানো না

গতকাল কী মর্মান্তিক মনোকষ্টে কেটেছে তুমি জানো না
তুমি জানো না এরকম রক্তক্ষত নিয়ে কতোদিন বেঁচে আছি আমরা
তোমাকে ভালবেসে কী সর্বস্বান্ত হলাম তুমি কিছুই জানো না।

একেকদিন

একেকদিন হাড়ের ভিতর লুকিয়ে থাকা
ইচ্ছেগুলো সারা বাগান ফুল হয়ে ফুটে ওঠে
শিরার ভিতর ধাবমান যতো স্বপ্নে
জরোজরো হয়ে ওঠে বর্ষার পৃথিবী
তখন না দিন না রাত
তবু চাঁদের মতো আলোয়
আমার মণিহীন চোখের গহ্বর ভরে যায়
করোটিতে জমে ওঠে বিন্দু বিন্দু জল
ভালবাসার মতো এক অপার্থিব বেদনা
আমার শরীর ধারণ করে
গলিত পৃথিবী
পূতগন্ধময় পৃথিবী
হৃদয়হীন পৃথিবী
সোনার ভিক্ষাপাত্র হাতে সামনে দাঁড়ায়।

বারুদ

রাত্রি হলে সে আগুন জ্বলে
তৃণ থেকে তারায় তারায়
আমাকে অনেক কথা বলে
আমাকে অনেক কথা বলে
যে আগুন সহসা হারায়
তার পথ ঃ অমনি নিমেষে
মুখে তার বন এসে মেশে
নিয়ে বারুদের ডালপালা
তখন আমাকে বলে ঃ পালা।

এই নিয়ে কতোবার

এই নিয়ে কতোবার আমার অসুখ হল
কতোদিন বিছানায় দিন রাত চৈতন্যে অচৈতন্যে কাটল
মেঘ ঘিরে এল বৃষ্টি আর ঝোড়ো বাতাস
শীত আর গ্রীষ্ম শরৎ আর হেমন্ত আর আমার
আয়ুর পাতা খসে খসে উড়ে গেল প্রান্তরময়
পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে আসক্তির মুঠো ছাড়িয়ে
বিন্দুর মতো কবে মিলিয়ে গিয়েছে আমার নৌকো
এত অবসাদ যে আমি আজ মন খারাপ করতে পারি না
এত অবসাদ যে তুমি কখনও এলে না আমার মনেই পড়ে না
এখন আকাশ পরিধি নিয়ে তার ছায়া গাঢ় হয়
আমার বিছানায় সমুদ্র ঘনিয়ে আসে অন্ধকার সমুদ্র
আর আমার ভয় করে খুব ভয় করে খুব ভয় করে, মা।

এই যে পথে

এই যে পাগলামী করে ঘুরে বেড়ালাম
অনর্থক পুড়ে বেড়ালাম পথে পথে
সঞ্চয় করলাম না কিছুই—
সব কি নষ্ট হয়ে গেল, সখা?
তুমি কি হিসেব চাইবে কোনোদিন?
না বানালাম সংসার না বানালাম বাড়ী
না হলো আমার সন্ন্যাস
দ্বিধা-দীর্ণ সংশয়-পীড়িত ভীত-বিহ্বল
এই যে দাঁড়িয়ে রইলাম তোমার সিংহদ্বারে
তুমি কি হিসেব চাইবে আমার কাছে?
সব যে খরচ করে ফেললাম, সখা
নষ্ট করে ফেললাম সব
এত অপচয়ের জন্যে তুমি কি মার্জনা করবে আমাকে?

তবে কি

নেমে চলেছি এবার নীচে।
আর আমার ওঠার শক্ত নেই, সখা।
অপুষ্টিতে শীর্ণ শরীর
অসুখে বিসুখে জীর্ণ শরীর
সংশয়ে বিপর্যয়ে ধসে পড়া মন
আমার ওপরে ওঠার শক্তি নেই আর।
এত সিঁড়ি তৈরী করেছ তুমি!
যেন আকাশ ভেদ করে চলেছে কোথাও—
আমার আর তোমার কাছে পৌঁছোনো হলো না।
নেমে চলেছি এবার নীচে।
সেও তো চলে গেছে অনন্তে—
তবে কি কোথাও যাওয়া হবে না আমার!

তৃতীয় রাত্রির কবিতা

এই যে তৃতীয় রাত্রি নিটোল সুন্দর হয়ে এলো
শব্দে ছন্দে ধ্বনিময় আনন্দ-রসের স্রোতে ভেসে—
আর কোনো কষ্ট নেই, তৃতীয় পংক্তিটি ছাড়া, সখি
এবার কী অনায়াসে কবিতাটি ভেসে আসবে দেখো
গভীর গোপন উৎস হতে মর্মরিত নিবিড় সজল
এক একটি রাত্রির শ্লোক অক্লেশে রচিত হবে, সখি
তোমাকে আনন্দ দেবে তোমাকে বিহ্বল করে দেবে
তোমার আনন্দ-রসে আমি ধ্যান থেকে ধ্যানে যেতে যেতে হাতে
তোমাকে উন্মুক্ত করব, পরতে পরতে পদ্মগুলি
ফুটে উঠবে শাদা শাল নীল রঙে নিরঞ্জন জলে।

একটি কবিতা আজ কতোদিন বিমূর্ত কল্লোলে
রক্তে স্রোতে বেজে গেছে ঃ নদীতীরে তুমি আর আমি
আমাদের রোমে রোমে বিন্দু বিন্দু অশ্রুর সজল
কষ্ট আর কষ্ট আর কষ্ট শুধু ঃ অতঃপর রাত্রি নিয়ে এলো
প্রথম পংক্তিটি আরো ব্যবধানে দ্বিতীয় পংক্তিটি আরো পরে
তৃতীয় পংক্তিটি আজ এলো সখি অতর্কিতে হাতে।

এ রাত্রি স্বয়মাগতা তাই জ্যোৎস্না আশ্লেষে আশ্লেষে
ছড়িয়ে জড়িয়ে আছে খুলে গেছে রাশি রাশি চুল
ব্যাকুল উদ্বেল যেন টিলা গুলি ঝোপে ঝোপে তুষারের বীজ
গোপন জলের শব্দ খুব নীচে গভীরে কোথাও হাহাকার
গভীর কোথাও তৃষ্ণা শাদার বিস্তারে ফেটে ব্যাকুল ফোয়ারা
এভাবে প্রবল বেগে ছড়ালে আমি কি করে ধরে রাখব, এসো
ঘন হও, গাঢ় হও, আমি লিখি কবিতা আমার।

উৎকণ্ঠা

এরকম দিন এরকম রাত বড়ো কষ্টের সখা
বড়ো কষ্ট হয় অমার
আসব বলে যদি না আসো
বুক থেকে রোদ্দুর হাওয়া সুগন্ধ জোৎস্না তুলে তুলে
আমি রচনা করি তোমার জন্যে সবকিছু
পাতা পড়লে উৎকণ্ঠা হাওয়া বইলে উৎকণ্ঠা
আমার উৎকণ্ঠিত মুহূর্তগুলি
একসময় খসে যায় ছড়িয়ে যায় গড়িয়ে যেতে থাকে
তুমি আসো না
আমার প্রতিটি শব্দ অক্ষর রোরুদ্যমান হয়ে ঝাপসা হয়ে যায়
আমার মুঠোয় গলে যায় রেবা
আমি একলা খুব একলা দাঁড়িয়ে থাকি
আমাকে ঘিরে থাকে মেঘ করে থাকা অন্ধকার আকাশ।

তুমি বোলো না

তুমি বোলো না, আজ যাব।
তুমি বোলো না, যাব।
তার চেয়ে সহসা চলে এসো।
তুমি আসবে বলে একটা অপেক্ষার আকাশ
সারাদিন সারারাতি মাথার ওপর ঝুলে থাকে
আর একসময় ভেঙে পড়ে।
ব্যথায় গলে যাওয়া ভেঙেচুরে যাওয়া
রেবার মুখে আমি তাকাতে পারি না
ব্যথায় বিদীর্ণ আমার মুখে রেবা
তাকাতে পারে না
কোনোরকমে দুজনে পেরিয়ে যাই
বালির চিতার নদী অগ্নিমুখী টিলা
বিষাক্ত পাতার জঙ্গল
ক্ষিধেয় লেলিহান ভ্রূকুটি কুটিল পথ।

আমাদের সামনে

এক একটি আঘাত রক্তাক্ত করে ক্ষতবিক্ষত করে যায়
কিছুদিন শুধু উড়তে থাকে ধুলোবালির ঘূর্ণি
পুড়তে থাকে রাশি রাশি পাতা নাভিমূল
ঘুরতে থাকে ধূ ধূ মাঠ সমস্ত পথ সরল দীঘি
তারপর দিন যায় মাস যায় ... হাওয়া বইতে থাকে
শুকিয়ে যায় রক্তরেখা পড়ে থাকে ছাই থেমে যায় ঘূর্ণি
আবার হাসিখুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠি
খুনসুটি করি আড্ডা দিই গান গেয়ে উঠি
আবার প্রতিটি দিন ছন্দোময় হয়ে ওঠে আমার
তোমার কাছে যাই তোমার কাছে বসি দাঁড়াই ঘুরে বেড়াই
সারা শরীরে কালো কালো দাগ সমস্ত আত্মায় কালো কালো দাগ
সময় দ্রুত হাতের শুশ্রূষায় সারিয়ে দিয়েছে ক্ষতগুলি
চিহ্ন রয়ে গেছে শুধু দুঃখের দারুন কারুকার্যের মতো
তোমার কাছে আমার সেসব কিছু মনে পড়ে না
আমার কাছে তোমার সেসব কিছু মনে পড়ে না
আমাদের সামনে নিঃশব্দ কংসাবতী নিশ্চুপ পাথর।

তোমার স্পর্শ

তবে তাই ভরিয়ে দাও, সখা, কান্নায় বেদনায় হাহাকারে
সংশয়ে বিপর্যয়ে ক্লান্তিতে অবসন্নতায়
নিরন্তর আঘাতে আঘাতে বাজাও আমাকে
যেন ঘুমিয়ে না পড়ি যেন মৃত্যুলীন হয়ে না যাই
তবে অশান্তিতে অন্ধকারেই ভরে রাখো এ হৃদয়
যতদিন না তুমি আসো যতদিন না তুমি বিরাজ করো আমার মধ্যে
হে প্রেম, তুমি এলেই সুখ আর দুঃখ সমান হয়ে যাবে আমার
রসের বিকার থাকবে না চিত্তে
আকাশ আরো উজ্জ্বল হবে মৃত্তিকা আরো সুন্দর
নির্ভার নিঃশঙ্ক নির্মল হৃদয়ে ধারণ করব, সখা
তোমার অফুরান ভালবাসা তোমার স্পর্শ।

তোমাকে বলবো

একদিন তোমাকে বলবো একদিন তোমাকে সব
শোনাবো সখা।
সেদিন আমাদের ঘিরে থাকবে না কোলাহল
ক্ষিধে মৃত্যু হাহাকার ভয়
সেদিন শুধু আনত আকাশ
আকাশে গাঢ় নীল
নীলের গভীরে নিবিড় শূন্যতা—
আমরা কেউ কোনো কথা বলতে পারব না।
তবু সব বলা হবে আমাদের।

তার চেয়ে বরং

আমার আর ভালে লাগে না এই গতানুগতিক জীবন
একঘেয়ে ক্লান্তিকর দিনরাত বারোমাস এই
অপেক্ষা অপেক্ষা আর অপেক্ষা—
তার চেয়ে বরং
এবার বেরিয়ে পড়া যাক তোমার কোলাহলে মেলায়
হাত ধরে হাঁটা যাক সেই ব্রাত্যের যাকে তুমি
চুপি চুপি ডেকে নিয়ে যাও ঘুমের গভীরে স্বপ্নে
বসা যাক গিয়ে সেই পাষণ্ডের কাছে যাকে তুমি
তার নিবিড় দুর্বলতার মুহূর্তে পরিপ্লাবিত করো অশ্রুতে
যে তোমাকে মানে না যে তোমাকে জানে না যে তোমাকে
ধুলো ছিটিয়ে মলিন করেছে রোজ রোজ
তার অসুখে গিয়ে শুশ্রূষা করা যাক এবার
অধর্মের ভিতরে গিয়ে এবার পান ভোজ করা যাক সারারাত
পাপের পাতালে ঘুরে বেড়ানো যাক ফূর্তিতে
দেখা যাক তথাকথিত অনাচার আর ব্যাভিচারের সংবাদ
কোন আনন্দে কেঁপে উঠছে সেই অন্ধকারলোক
কোন আনন্দে ঘৃণা কুড়িয়ে নিচ্ছে সেই অনন্ধকার মানুষ-মানুষী
চলো সখা, এই ধূপ, চন্দন, পুজোর ঘণ্টা ফেলে
তোমার হাত ধরে এবার বেরিয়ে পড়ি
এরা চোখ বন্ধ করে কিছুকাল জপ করুক।

এই ভালো

এই হয়তো ভালো। এই আমার অপেক্ষার প্রহর
তাপিত নিশিথিনী অন্ধকার বনভূমি নদী
কোনোখানে শব্দ নেই শুধু পাতা খসে পড়ছে মাটিতে
শুধু পাতা খসে পড়ছে হেমন্তের হলুদ পাতা
আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় কর্ণময় শ্রবণপিপাসু—
এই হয়তো ভালো। কেউ আসে না কেউ আসে না
তবু কেউ আসবে বলে রক্তক্ষতব্রতের মতো অপেক্ষা

কোথায়

এ তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছো, সখা?
কতদিন হলো তোমার হাত ধরে বেরিয়ে পড়েছি
কতো মাঠ প্রান্তর নদী বন পাহাড় জঙ্গল দিনরাত
কতো ভালো মন্দ সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা বারোমাস
পথ আর ফুরোয় না পথ আর ফুরোয় না পথ আর ...
তবে কি এবার এভাবেই শেষ হবে? শুধু চলা?
কোথাও কি যাবার কথা ছিল? কোথাও কি যাবার
স্বপ্ন দেখেছিলাম? আজ আর কিছুই মনে পড়ে না।
শুধু ক্লান্তি আর অবসন্নতায় ম্রিয়মান হয়ে পড়ি
আর হাঁটতে হাঁটতে তোমাকে শুধোই
এ তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছো, সখা?

জানতে

তোমার কষ্ট তোমার শুধু তোমার।
তাই অভিমান খেয়েছে সব উই
তাই অভিমান পিঁপড়েরা সব খায়
তাই অভিমানে পিচের ওপর ওইভাবে থ্যাৎলায়।
তোমার কষ্ট কেবলমাত্র তোমার।
এই কথাটা জানতে বুড়ো হলে?

বিচিত্র খেয়াল

তোমার বিচিত্র খেয়াল, সখা।
কখনও চলেছ তরুচ্ছায়া ঘন পুষ্পগন্ধ বিভান্বিত পথে
গোধূলি ধূসর দুটি পায়ে সুবর্ণ নূপুরের মতো স্বেদবিন্দু
মলয় বাতাসে নেচে চলেছে তোমার শাদা চুলের অরণ্য
দুচোখে প্রাচীন সরোবরের পদ্ম বিভূষিত করুণা
পত্রে পল্লবে মধুক্ষরণের মদিরতায় চঞ্চল মৌমাছি
আমি ব্যাকুল বালকের মতো পিছু পিছু ছুটছি তোমার

আবার কখনও করুণায় দ্রব হয়ে উঠছো সেই মানুষের জন্যে
যে ঠগ প্রতারক অত্যাচারী নিষ্ঠুর
ঘাতকের উদ্যত ছুরির ফলায় ঝলসে উঠছ তুমি
ধর্ষণকারীর নিষ্ঠুর ভোগোন্মাদনায় উন্মত্ত তোমারই ছায়া
মৃত্যুর করাল দৃশ্য তোমারই মায়ালোকে রচিত
ক্ষুধায় কান্নায় হাহাকারে তোমারই মর্মান্তিক বিলাস
তুমিই কালসর্প তুমিই ওঝা তুমিই মৃত্যু তুমিই অমৃত
বিচিত্র খেয়ালের লীলাতরঙ্গ আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে
আদিঅবসানহীন—আহত প্রতিহত আমি
ব্যাকুল বালকের মতো কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

১লা জানুয়ারী, ১৯৯১

আজ কল্পতরু দিবস।
আজ আমাদের তোমার কাছে যাবার কথা ছিল।
কতো যে কথা ছিল আমাদের!
এখন অনেক রাত।
তোমাকে বলবো বলে যে কথাগুলো
দিনের পর দিন বুকে জমিয়ে রেখেছি
সেগুলো মেঘে মেঘে ছড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে আজ
তোমাকে দেখাবো বলে যে ছবিগুলো
রোদ্দুর বৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি
গলে গলে যাচ্ছে আজ তাদের রঙ রেখা
তোমাকে শোনাবো বলে যে শব্দগুলো

বেছে বেছে লাইনে সাজিয়েছিলাম
ছত্রাখান হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে ওরা হাওয়ায়।
আর ঘুম আসছে না আমার।
আজ কল্পতরু দিবস।

কাল ফেরার পথে বুক জুড়ে একটি কান্না
উদ্‌গত অশ্রুতে বড়ো কষ্ট দিয়েছিল।
কাল তোমাকে রেবার অসুখের কথা বলিনি।
তার আগের দিনও।
কাল তোমাকে ভালবেসে দেখাতে গিয়েছিলাম
আমাদের রক্তক্ষতব্রতের সহিষ্ণুতা।
কাল কী সুন্দর জ্যোৎস্না ছিল চরাচরে।
আজ মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে আকাশ
অন্ধকারে আবৃত হয়ে গেছে মৃত্তিকা
রোদনভরা রাতের স্তব্ধতা নেমেছে হৃদয়ে
ঘুম আসছে না
আজ কল্পতরু দিবস।

কাল থেকে যে মেঘ

আজ কল্পতরু দিবসের রাত।
কাল থেকে যে মেঘ জমেছিল সারা আকাশে
বৃষ্টি হয়ে পড়তে শুরু করেছে মাটিতে
গভীর রাতের স্তব্ধতায় শুধু বৃষ্টির শব্দ
বুকের নিবিড় স্তব্ধতায় শুধু বৃষ্টির শব্দ
হাহাকারের শূন্য প্রান্তরে শুধু বৃষ্টির শব্দ
শব্দে ছন্দে ধ্বনিতে ব্যঞ্জনায় শুধু বৃষ্টি
হে কল্পতরু দিবস, আমার যে আজ কোনো প্রার্থনা নেই
হে বৃষ্টিমুখরিত শীত রাত্রি, আমার যে কোনো প্রার্থনা নেই আজ
হে জীবন, এ কী অনাকাঙ্ক্ষা তোমার? কিছুই চাইনা কি?
এ কী অভিমান? এ কী বেদনাময় মৌন! হায় হৃদয়!

আজ আর তোমার কাছে গেলাম না আমরা
আজ নিশ্চয়ই খুব ভিড় হয়েছিল তোমার কাছে?

অনেক ভক্ত শরণাগত এসেছিল?
দুহাত ভরে দিয়েছো সকলকে যে যা চেয়েছে, বলো?
আমাদের কথা ছিল যাবার
দুহাত পেতে অল্প কিছু পাবার
অন্তত রেবার আরোগ্যটুকু
কথা ছিল ...
কতো যে কথা ছিল আমাদের জীবনে
আচ্ছা, তোমার মনে পড়েনি একবারো আমাদের কথা?
দুঃখী মুখ?
সজল চোখ?
ভীতু পাখির মতো একটেরে বসে থাকা?
মনে পড়েনি? একদিন ... মনে পড়েনি কিছুই ...!

আর যদি

আর যদি কোনোদিন না যাই
আর যদি দেখা না হয় আমাদের
তোমার তো কিছু এসে যাবে না জানি
আমার ভাঙা হৃদয় আরও কিছু টুকরো হয়ে
মাটিতে পড়ে থাকবে
ঘাসে পাতায় রোদ্দুরে বৃষ্টিতে হাওয়ায়
তুমি মাড়িয়েও যাবে না এইপথ
পায়েও লাগব না ধুলো হয়ে কোনোদিন
কেউ জানবে না
অভিমানী ধুলোরও বেদনায় চুপিচুপি
রাতের আকাশ নেমে আসে
নক্ষত্রেরা অশ্রু ফেলে
স্পর্শ করে সকরুণ হাওয়া
কেউ জানবে না কেন কল্পতরু দিবসে
সারাদিন মেঘ করে থাকে
বৃষ্টি পড়ে
আর
কোথাও কারো চোখে ঘুম আসে না।

হে কল্পতরু দিবস
আজ এই বৃষ্টিময় রাতের বেদনায় ভারাক্রান্ত
হে হৃদয়
আর যে কিছুই লিখতে পারছি না আমি
কিছুই লিখতে পারছি না আজ অথচ
শব্দেরা সজল হয়ে ঝরে যাচ্ছে বৃষ্টিতে
স্তব্ধতা সজল হয়ে ঝরে যাচ্ছে মৃত্তিকায়
হে অনবসানের শূন্যতা
আমাকে মার্জনা করো আজ
আজ আমার ঘুম না আসা হে চক্ষুপল্লব
আমাকে মার্জনা করো
হে দুর্বলতা, হে প্রেম।

ওভাবে বোলো না

তুমি আমাকে ওভাবে কথা বলো না।
আমার খুব কষ্ট হয়।
কষ্টকে আমার কোনো ভয় নেই
অপমান আমার অপরিচিত নয়
বেদনাদীর্ণ আমার শতচ্ছিন্ন হৃদয়।

তবু কাল পা টলমল করছিল
পথ যেন আর ফুরোচ্ছিল না
বিদ্রুপে ভরে উঠেছিল জ্যোৎস্নার চরাচর।

তুমি আমার সঙ্গে অমন ব্যবহার করো না
আমি সইতে পারি না।
মনে রেখো
বারো বছর ধরে বহন করেছি অভিমান
আর তাকে বইতে পারি না।

হে সুন্দর, তুমি আর কষ্ট দিয়ো না আমাকে।

হে জাগরদীপ

কাল রাতের জ্যোৎস্নার কোটাল
আজ মেঘে মেঘে অন্ধকার।

আজ কল্পতরু দিবস।

আজ তোমাকে প্রণাম করা হলো না
প্রার্থনা করা হলো না।
সারাদিন মেঘ করে রইলো আকাশ।
সারাদিন স্তব্ধ হয়ে রইলো হৃদয়।

হে জাগরদীপ, তুমি
নিভে যেওনা কোনো জলে ঝড়ে।

ওই পথে

ওই পথে হেঁটে যেওনা কেউ
কাঁচের টুকরোর মতো ভেঙে গেছে আমার মন
রক্তছাপে ভরে গেছে সারা রাস্তা
মুখ তুলে কেউ তাকায়নি আমার দিকে
দুঃখী কৌতূহল দেখিনি কোথাও
নিঃসাড় পথ
শুধু দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে
নীল বাষ্পগহ্বরের দিকে যেতে যেতে
আমি সাবধান করে যাব তোমাদের
আমি নিষেধ করে যাব তোমাদের
এত কষ্ট সইতে পারবে না তোমরা
তাই এই রক্ত নিশান
এই বীজ
এই নিষেধ ফলক
আমার এপিটাফ।

তোমাকে বলবো না

তোমাকে কোনোদিন বলবো না
কেন এত দেরি হল আমার।
তোমাকে কোনোদিন বলবো না
কেন মুখে মাথায় এত ধুলো।
তোমাকে কোনোদিন বলবো না
কেন আর ওখানে যাইনা।
কেন আর দেখা হবে না আমাদের—
একথাটা বলা হবে না তোমাকে
কোনোদিন।

বেঁচে থাকলে

দোতলার ক্লাশরুমে গম গম করে লক বার্কলে।
ছেলেরা উশখুশ করে
মেয়েরা মাথা নিচু টুকে যায়।
বিশাল বিশাল জানালায় প্রবল হাওয়া
বাইরে উচুনিচু মাঠ
তাল আর খেজুরের বিক্ষিপ্তসার
আর
সেই অচল পাহাড়—
বুকে না বাইরে টের পাওয়া মুশকিল।
অভিমান জমে জমে পাথর
পাথর জমে জমে পাহাড়।
দশ বছর কখন পেরিয়ে গেছে!
বেঁচে থাকলে
আরও সতেরো বছর!
এই ক্লাশ এই লক বার্কলে হিউম
আরও সতেরো বছর!
আরও সতেরো বছর!

ছন্দ ভেঙেছো

ছন্দ ভেঙেছো তুমি
অর্থ কেড়ে নাও এখন
শব্দ পোড়াও আমার
বাচাল মূঢ় নিরক্ত
বাজাও যেমন ইচ্ছে
দাঁড়িয়ে রয়েছি টান টান।

এক একটি দিন

এক একটি দিন খসে যায়।
নিষ্পত্র হয়ে যায় জীবন।

কেউ কেউ ডুকরে কেঁদে ওঠে।
কেউ কেউ পাশ ফিরে ঘুমোয়।

এক একটি আয়ুর পাতা ঝরে যায়।
আর হিমেনীল হয়ে আসে জীবন।

কেউ কেউ ছিঁড়ে খুঁড়ে বেজে ওঠে।
কেউ কেউ ঘুমোয় অসাড়।

নিষ্পত্র হতে থাকে জীর্ণ গাছ।
কুয়াশায় ঢেকে যায় জন্ম।

তোমাকে দেখতে পাইনা কোথাও।

অন্য একজন

কতোভাবে যে বাজাতে চাইলাম তার ঠিক নেই।

আসলে বাজাবার হাত সবার থাকে না।

তাই বৃষ্টি বৃষ্টি হয়ে ঝরে, মেঘ মেঘ হয়ে থাকে তার।

তার ফালা ফালা শরীর সমস্ত জখম
শুষে নিতে থাকে হাওয়া, কৌতূহলী হাওয়া
ফিরেও তাকায় না মুখ গুঁজে থাকা পাথর।

কতোভাবে যে বাজাতে চাইলাম তার ঠিক নেই
লোমহর্ষক অবিশ্বাস্য সেসব কাহিনী।

আসলে বাজার হাত সবার থাকে না।

আসলে অন্য একজন কাউকে কাউকে বাজায়।

তুষারগুহা থেকে

এবার বেরিয়ে আসতে চাই তুষারগুহা থেকে
কতোদিন আলো দেখিনি পৃথিবীর
হেঁটে যাইনি পথের ধুলোয় বালিতে
কথা বলা হয়নি ঐ নিঃসঙ্গ মানুষটির সঙ্গে
ঐ বেকার যুবকের রুখু চুল জীর্ণ পাঞ্জাবীর হাতা
ঐ বাসের হ্যাণ্ডেলে ঝুলন্ত মেয়েটির শুকনো মুখ
আমাকে বিহ্বল করে
আমি সচকিত হয়ে উঠি
পৃথিবীর পুরনো পথে পথে পাতা ওড়ে
ছেঁড়া নিশান, ধোয়ামোছা ইস্তাহার, দুমড়ানো দম্ভ
হাওয়ায় হাওয়ায় তারাদের মালা
শূন্যে দুলতে থাকে
কতোদিন আমার চোখে পড়েনি
তোমার খালি পা
উত্তরীয়হীন নগ্ন পিঠ
শুকনো গভীর চোখ
শুশ্রুষাহীন জটা
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ব্যথিত মুখ
আর
সারি সারি তোমার অসংখ্য কঙ্কাল তোমার করোটি

মনে পড়ে

মাঝে মাঝে মনে পড়ে
এক একটা দুপুরের শূন্যতার ভিতর ঝড়
এক একটা বিকেলের ব্যাকুল পাগলামী
আহত জন্তুর মতো
এক একটা রাত্রির ভয়

মাঝে মাঝে মনে পড়ে
হাঁটতে হাঁটতে পথে তোমার সঙ্গে সেই দেখা হওয়া
আমার উদ্‌গত অশ্রুবাষ্পে ঝাপসা তুমি
আমার রুখু চুলে তোমার স্নেহ
ধুলোবালির ঝড়ো হাওয়ায়
তোমার সংকেত

তবু

দেওয়াল জুড়ে লোনা আর ক্ষয় আর জলছাপ
তবু ছবি টাঙাই তোমার।
ফ্রেমে ফাঙ্গাস ধরে রঙ গলে যায় কাগজে ছাতা
মাঝে মাঝে পোকায় কেটে দেওয়া ছবির কাচে
ছত্রাখান হয় মেঝে
তবু
ধুলো ঝেড়ে ছাতা মুছে তুলে রাখি
তোমার আকাশের মতো নীল হাসির প্রসন্নতা
মধুমালতীর তলায় শুয়ে আছো তুমি
মলিন দাওয়ায় বসে মমতায় তোমাকে খাওয়াচ্ছে রেবা
তোমার আঙুল নিয়ে খেলা করছে বুলু রাকা তারক
তুমি হেঁটে হেঁটে হেঁটে হেঁটে আমার বাড়ী আসছো
দুঃখী দুপুরে আমি তোমার অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়ছি
কপোলে
কপোল থেকে
পায়ের পাতায়
ছোট্ট অসহায় ফুল হয়ে তুমি ফুটে আছো
আমার ভাঙা টবে।
দেওয়াল জুড়ে লোনা আর ক্ষয় আর ক্ষতি
কখন ভেঙে পড়বে তার ঠিক নেই
তবু
ছবি টাঙাই তোমার।

সোনা

আমার ভিড়ের ভিতর কষ্ট
বাসের ভিতর কষ্ট
ক্লাশের ভিতর কষ্ট
একেক সময় সোনা হয়ে যায়
যখন
স্বেদে শ্রমে অপমানে যন্ত্রণায়
অতর্কিতে
তোমার আলো এসে পড়ে।

স্বর্গের দিকে

একেকদিন
হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে যখন ঘামে ভিজে যাই
বাসের বিপজ্জনক হ্যান্ডেলে টন টন করতে থাকে কব্জি
পকেট থেকে গলে পড়ে যায় ঝর্ণা কলমখানি
আমার ছাতা শুদ্ধ উধাও হয়ে যায় বাস
চাপা হাসিতে গমক দিয়ে ওঠে স্ট্যান্ডের মানুষ
বরফ চোখে কলিগরা আহা আহা করে করুণা দেখায়
কোনোমতেই বিচ্ছু ছাত্রটাকে ম্যানেজ করতে পারি না
ব্ল্যাকবোর্ডে কেবলই ভুল হতে থাকে বানান
বিশাল জানলা গলে পাহাড়টা ক্লাশে ঢুকে পড়ে
একেবারে সরাসরি বুকে এসে আর নড়ে না
গেল গেল রব তুলে আমার রাস্তা পেরোনো দেখে অন্ধ ভিখিরীটা
ভিড়ের মধ্যে কে যেন চেঁচিয়ে বলে ওঠে—
আপনার সব জমিজমা বর্গা হয়ে গেছে, জানেন?
কোলাহলে কিছু কথা তার ঢাকা পড়ে যায়
সহসা সমস্ত কমনরুম থমথম করে চুপ করে ওঠে
আমি ঢুকে পড়ে বোকার মতো সবার মুখে পড়ে দেখি
আমার অপমানের আনন্দ-রঙ আমার অপমানের হাসি
চোখের শিরা উপশিরা বেয়ে বইতে থাকে শুকনো হাওয়া
ঘাড় নিচু মাথা হেঁট আমি হেঁটে যেতে থাকি যেতেই থাকি
পিছনে পায়ের শব্দে তাকাই একটা দুঃখী কুকুর
সারাটা দিন ফুরোতে ফুরোতেও লেগে থাকে গাছে পাতায়
বৃষ্টির বিন্দুর মতো হাড়ের ভিতরে আমার গোপন অশ্রুর মতো
একেকদিন
অবসন্ন ম্রিয়মান সন্ধ্যায় আমার ঝোড়ো চুলে
দ্রবীভূত হতে থাকে তোমার আঙুল
গড়িয়ে যেতে থাকে আমার স্বর্গের দিকে।

বাউল মূর্তি

অনেক রাত অব্দি বৃষ্টি হচ্ছিল
অনেক রাত অব্দি বৃষ্টি হচ্ছিল
কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম
জানি না।
যখন ঘুম ভাঙলো
বিছানায় এসে পড়েছে রোদ
ভেজা মাঠে
আনন্দ করছে
চঞ্চল কটা পাখি
গাছের পাতা থেকে
গড়িয়ে পড়ছে
দু-এক বিন্দু জল
প্রসন্ন হাসিতে
আনন্দ-স্নান করে
ঝলমল করছে বসুন্ধরা

মনের মধ্যে
শান্তির খেয়া নৌকো
সুখের শিহরণ
আর তোমার
বাউল মূর্তি
নাচতে নাচতে
চলেছে

যেখানে আমার দুঃখ
যেখানে আমার হাহাকার

ব্যবধান

তোমার হৃদয়হীনতা দিয়ে বাজালে আমাকে
তোমার নির্মমতা দিয়ে বাজালে আমাকে

কৌতূহল দেখালো না আমাদের সুদূর ব্যবধানও।

কোথাও না কোথাও

কোথাও না কোথাও সেই নদী আছে
নদীর তীরে বুড়ো শিমুল
তার চঞ্চল ছায়ায় একলা কিশোর।
কখন বিকেল ফুরিয়ে গেছে
শিমুল গুটিয়ে নিয়েছে ছায়া
নদী ঝাপসা হয়ে যেতে যেতে বলেছে
বাড়ি যাও।
নিস্পৃহ গলায় পেঁচা ডেকে উঠেছে
বাড়ি যাও।
ওপারের বনে সাড়া জেগেছে
বাড়ি যাও।
কিশোর বসেই থাকে।
তাহলে কি তার কোনো বাড়ি নেই?
কীসের অভিমান তোমার কিশোর?
এখন অনেক রাত।
তুমি কি এখনও বসেই আছো?

এইরকম একটা ছবি
এইরকম একটা ব্যাকুল প্রশ্ন
আমাকে সব এলোমেলো করে দেয়
কিছু দেখতে পাই না কোনোদিন।

কোথাও না কোথাও সেই নদী আছে
নদীর তীরে বুড়ো শিমুল
তার চঞ্চল ছায়ায় একলা কিশোর
তার অভিমান ফুরোয় না
কোনোদিন ফুরোয় না
সে বসেই থাকে।

সমস্ত সংকেত

যেদিকে আমার অভিমান
যেদিকে আমার হাহাকার

সেখানে যেতে যেতে শাদা মেঘ হেসে যায়
কাশের জঙ্গলে হেসে ওঠে আভূমি শরৎ
জানালার পাশে অবনত শাখায় বসে থাকে পাখিটি
আমাকে জাগাতে
আমাকে বাজাতে আসে
গন্ধব্যাকুল কুঁড়ি তোমার চুলের অরণ্য থেকে হাওয়া
তোমার চোখের গহন নীলিমা থেকে দুপুর

আমি যেন কিছুই দেখি না
নির্বিকার নিস্পৃহতায় মজুরদের সঙ্গে কথা বলি
চাওসেস্কু থেক সলোমন রুশদি নিয়ে
বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করি
ব্যস্ত থাকি 'চিন্তাভাবনা'য়
ছাত্রদের ডেকে ডেকে গল্প করি
পিকনিকে যাই
বাড়ীতে খাওয়ার টেবিলে জম্পেশ আড্ডা জমাই
যেন দারুণ স্মার্ট

তোমার শাদা মেঘ কাশের জঙ্গল পাখি
গাছের শাখা কুঁড়ি দুপুর
তোমার সমস্ত সংকেত সমস্ত সংকেত
চলে যায়

যেদিকে অভিমান
যেদিকে হাহাকার

এ জন্ম

এ জন্ম এভাবেই কেটে গেল তাহলে?
তোমার ওপর আমার অভিমান
তোমার ওপর আমার অভিমান
তোমার ওপর আমার অভিমান।

কেউ

কেউ দাঁড়িয়ে নেই।

ঠা ঠা রোদ্দুরে রক্তমুখী মাঠ
আগুনখাকী টিলা
খোয়াই
কাঁটালতা।

পথ বলে কিছু নেই
পথিক নেই
কোথাও গ্রামের চিহ্ন চোখে পড়ে না
কোনো খড়ো চাল
সজনে ফুলের আড়ালে লাউমাচা
সরোবর শাদা নদী
কালো গাই
কিচ্ছু না।

ছিল।
এসব ছাড়াও আরো কতো কি তো ছিল।
তাই স্মৃতি
তাই প্রত্যাশা
কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে
কেউ

কেউ দাঁড়িয়ে নেই?
একলা ভীরু কোনো কিশোর?

দ্রুত

বড় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে গল্প
আকাশ নেমে আসছে নিচু হয়ে
আমার শরীরের ভার এখন লঘু
আত্মার ভিতর শূন্যতা
সেখানে আমার অঘাত অপমান কলঙ্ক
আর কিছু নেই আর কিচ্ছু না।

যাব

আজ তোমার কাছে যাবো।
আজ ছুটি নিয়েছি।

সকাল মেঘে মেঘে ঢাকা
দুপুর কেমন কাটবে কে জানে

তোমার কাছে যাবো বললেই
মেঘ করে আসে আকাশে
এলোমেলো হাওয়া বয় পথে
পাতা ঝরে
জানলা বন্ধ দরজা বন্ধ
ঘুমিয়ে পড়ে পৃথিবীশুদ্ধ মানুষ।

তবু তোমার কাছে যাবো।
আজ আমার ছুটি।